Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Unqualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 90:42 min.
ID: IDI_AMR304_SLM_Hu_PQ_R_27 Oct 17
Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Female	27	HSC	Qualified seller/prescriber	Human	14 Years	Barmon	

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপা আমার নাম হচ্ছে ---। আমি কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি। আপনাদের এখানে একটা গবেষনার কাজ করবো আমরা। এটা হচ্ছে ঔষধের ব্যবহার নিয়ে আমাদের কাজটা। যে ঔষধের ব্যবহার কিভাবে হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে। এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আপনার সাথে কথা বলা। আর আপনাদের এই এলাকায় দেখি হচ্ছে গিয়ে মহিলা কেউ ড্রাগিষ্ট বা যে ঔষধ বিক্রি করে বা কেউ চিকিৎসা দেয়, এরকম কেউ আপাতত দেখা যাচ্ছেনা। তো এজন্য আপনার ইয়াটা আমাদের জন্য অনেক মুল্যবান আরকি। তো কেমন আছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। ভালো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে আমি একটু জানতে চায়বো আপনার এখানে কি কি ধরনের কাজ করেন, আপনি এই দোকানে?

উত্তরদাতা:ধরেন পল্লী চিকিৎসক যেভাবে মানে প্রাথমিক চিকিৎসা যেটাকে বলা হয়, আমরা তো প্রথমে এন্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে, শুরু করে মানে হাফ এন্টিবায়োটিক, হায়ার এন্টিবায়োটিক, এগুলা প্রাথমিক চিকিৎসা আমরা দিয়ে থাকি। মানে ধরেন এটা বলবো নাকি?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:---১:১৫

প্রশ্নর্কতা:এই দোকানের মধ্যে আপনি এগুলা করেন মানে দোকানের মধ্যে আপনি কি কি কাজ করেন, এটা জানতে চাচ্ছি আরকি। যেহেতু আপনি সারাদিনই মনে হয় দোকানে থাকেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। সারাদিনই দোকানে থাকি। সকাল থেকে ধরেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। তো এখানে এ টু জেড চিকিৎসা করা হয়। যেমন, ধরেন জ্বরের থেকে শুরু সাধারন জ্বর, সর্দি,কাশি তারপর টাইফয়েড, ম্যালিরিয়া তারপর আপনার সাধারনত যে ইয়েগুলি আছে মানে ছোটখাটো কাটাছেড়া, এগুলাও করা হয়। তারপর নরমাল যেটা ডেলিভারি এগুলাও করি।

প্রশ্নর্কতা:এখানে বসেই ডেলিভারিও

উত্তরদাতা:না। এখানে বসে ডেলিভারি করিনা। তো আপনার যদি কল হয়, যদি দেখি যে নরমাল ডেলিভারি সম্ভব। তো নরমাল ডেলিভারিটা আমি বাসায় যেয়ে করে আসি। এইতো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। হ্যা। তাহলে এই দোকানের মধ্যে আপনার কি কি ধরনের ঔষধ আছে? যদিও আপনার দোকানে একটু কমই ঔষধ দেখতেছি।

উত্তরদাতা:হ্যা। মেডিসিন মানে কমই আছে।

প্রশ্নর্কতা:কি কি ধরনের ঔষধ

উত্তরদাতা:কি কি ধরনের বলতে মানে আপনার এন্টিবায়োটিক তো সাধারনত থাকেই। এন্টিবায়োটিক, হায়ার এন্টিবায়োটিক, হাফ এন্টিবায়োটিক তারপর আপনার ধরেন যেগুলো আরকি ইয়ে টিয়ে করা হয়, ধরেন কাটাছেড়া যেগুলা করি, এগুলারও তো মেডিসিন অবশ্যই আছে। তারপর ডেলিভারি যে আমরা করি সেগুলাও আছে। মানে গ্রামে তো ধরেন মানে চিকিৎসা করা হয় মোটামুটি সব ধরনেরই।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি

উত্তরদাতা:সেই হিসাবে মোটামুটি যা আমার প্রয়োজন, তা আছে।

প্রশ্নর্কতা:সবই আছে। না?

উত্তরদাতা:ধরেন এখন তো আর অতটুকু

প্রশ্নর্কতা:যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি ইয়া, সিরাপ দেখতে পাচ্ছি এরকম, ঐ নীচেরগুলি কি?

উত্তরদাতা:নীচের গুলি স্যালাইন।

প্রশ্নর্কতা:স্যালাইন। না? তারপর একটু আগে বললেন হাফ এন্টিবায়োটিক, এটা আবার কি?

উত্তরদাতা:হাফ এন্টিবায়োটিক হলো আপনার যেমন, নাপা এক্সট্রা। এমোক্সিসিলিন, ফাইমক্সিল এগুলা হলো নরমালিটি হাফ এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:হাফ এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:হায়ার এন্টিবায়োটিকে যখন আমরা যাবো তখন ধরেন রক্সিম, সেফোরক্সিম, সিফাক্সিন, সেফ-থ্রি এগুলা ধরেন আপনার হায়ার এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এইযে আপনি তো যেহেতু চিকিৎসা দিচ্ছেন, কত বছর হবে আপনার ইয়া?

উত্তরদাতা:মোটামুটি বারো থেকে চৌদ্দ হবে।

প্রশ্নর্কতা:বারো থেকে চৌদ্দ? আচ্ছা। এই জিনিসটাই বলছিলাম। আপনার যে দীর্ঘ সময়ের, এইযে বারো থেকে চৌদ্দ বছরের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার আলোকে একটু বলবেন যে এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে আপনার কি কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে? যখন কোন রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন বা লিখতেছেন, তার জন্য কোন অসুখ হয়ছে, এন্টিবায়োটিক লিখে দিলেন। বা কোন অসুখ হয়ছে, এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিলেন। এই অভিজ্ঞতা গুলা একটু আমার সাথে শেয়ার করেন।

উত্তরদাতা:ধরেন সাধারনত আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিই। যেটা প্রথমে ধরেন জ্বর হলো। ঠান্ডা, কাশি, জ্বর। পরে এইচ অথবা ফাইমক্সিল দিয়ে আমরা শুরু করি। দেখা যাচ্ছে যে প্রাথমিক চিকিৎসাটায় কাজ হয়তেছেনা। তখন পরবর্তীতে আমরা দ্বিতীয় ডোজ, ধরেন হায়ার এন্টিবায়োটিক দিয়ে শুরু করি। এই কারনে অর্থাৎ মানে এটা কাজ করতেছেনা। সেজন্যই দেখা যাচ্ছে যে ঐ ক্ষেত্রে যদি

ব্যবহার করি হায়ার এন্টিবায়োটিক, তাহলে দেখা যাচ্ছে সাতদিনের মধ্যেই ধরেন সাতদিনের মধ্যেই ধরেন রোগটা আপনার একটা সুন্দর একটা ইয়ে দিতেছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা হচ্ছে জ্বরের ক্ষেত্রে হয় আরকি।

উত্তরদাতা:জ্বরের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম আর কি কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে একটু বলুন। জ্বর ৫:০০

উত্তরদাতা:ধরেন নরমালিটি, ধরেন একটা কাটাছেড়ার ব্যাপারে বলতেছি। ধরেন কোথাও, কোনভাবে ক্লাসেই হোক, যেকোন সাজে ধরেন কেটে গেছে। ঠিক আছে। ঐ স্থানটা ধরেন সেলাই টেলাই করার পরে যখন দেখতেছি ঐটাকে কিন্তু এন্টিবায়োটিক হায়ার এন্টিবায়োটিক দিতে হবে। এর কারন হাফ এন্টিবায়োটিকে কাজ করবেনা। হায়ার এন্টিবায়োটিক যদি আমরা ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। সাতদিন থেকে চৌদ্দদিন। চৌদ্দদিনের মধ্যেই আমরা রেজাল্টটা ভালো পাবো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। চৌদ্দ দিনের মধ্যে?

উত্তরদাতা:হ্যা। চৌদ্দদিনের মধ্যে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এছাড়া আর কোন কি মানে এমন কিছু আছে যেটা আপনি বলতে চাচ্ছেন, এই জাতীয়? মানে অভিজ্ঞতা হয়ছে যেটা হয়তো বললে আপনার মনে হচ্ছে যে, না, ইয়ার সাথে আমার সাথে শেয়ার করতে চান এরকম

উত্তরদাতা:না। অভিজ্ঞতা তো অবশ্যই আছে। এর কারন আমি যতদিন ধরে কাজ করতেছি, ঠিক আছে। এ পর্যন্ত মিনিমাম ধরেন যতগুলো রোগীর ক্ষেত্রে ধরেন আমি এই মেডিসিনগুলি ব্যবহার করি মানে করতেছি, তো ভালো রেজাল্ট পাইতেছি। এ পর্যন্ত ধরেন কোন খারাপ কোন রেজাল্ট পাইনি।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আমি আরেকটু জানতে চাইবো আপনার এই যেহেতু আপনি বারো থেকে চৌদ্দ বছর বললেন, আপনার অভিজ্ঞতায়। এই র্দীঘ অভিজ্ঞতার আলোকে একটু বলবেন যে, এই এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহারটা বাড়তেছে নাকি দিনি দিন কমতেছে? কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:কিন্তু আসলে কথা হইলো যে, এন্টিবায়োটিক দিয়ে শুরু করি কাজ, ঠিক আছে। তো মাঝে যে ধরেন, বাড়তেছে, ঠিক আছে। তো আপনার কমতেছেনা। তার কারন এন্টিবায়োটিক ছাড়া কোন মেডিসিন আমারে এখন দেয়না। যেকোন সমস্যাই হোক, এন্টিবায়োটিক ছাড়া কাজ করেনা।

প্রশ্নর্কতা:কাজ করেনা।

উত্তরদাতা:কাজ করেনা। ধরেন, খায়তে খায়তে, রোগীরা খায়তে খায়তে দেখা যাচ্ছে এক সময় সাধারনত হাফ এন্টিবায়োটিক মানে ইউজ করলে কাজ করেনা। বাধ্য হয়ে হায়ার এন্টিবায়োটিকে যায়তে হয়। তাহলে এন্টিবায়োটিক এর হুমকিটা বেড়ে যাচ্ছে দিনদিন। মানে সকল ক্ষেত্রেই।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে সব

উত্তরদাতা:সবই, যেকোন ধরেন পেশেন্টের ইয়ে, দেখা যাচ্ছে যে এন্টিবায়োটিক কাজ করতেছেনা। ঐটা লাগেই। মানে হাফ এন্টিবায়োটিক দিই আর হায়ার এন্টিবায়োটিক দিই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।কমছেনা। তার কারন রোগী, রোগের দিন দিন মানে রোগীর অবস্থানও ধরেন বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ, মানুষের যে রোগ এটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। তারপর ধরেন এর পাশাপাশি চিকিৎসাও তো চরতেছে। এটা তো আর বন্ধ রয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। চিকিৎসা তো আর বন্ধ হয়না। আর এটা আপনার কি মনে হয় যে, এইযে বললেন বাড়তেছে। কিন্তু বারো বছর আগে কিরকম ছিল আর এখন কিরকম আছে, একটু বলবেন। মানে বারো বছর আগে কোন ধরনের এন্টিবায়োটিকগুলো আপনারা দিতেন, এখন কোনটা দেন আপনি?

উত্তরদাতা:প্রথমে আমি যখন ধরেন কাজ শুরু করি, তখন থেকে ধরেন যে যে এন্টিবায়োটিকগুলো ব্যবহার করছি সাধারনত নরমালিটি, ঐগুলোতেই কাজ করছে। কিন্তু এখন এক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ মেডিসিন খায়তে খায়তে, ঠিক আছে, বডিতে রেজিস্ট্যান্ট নিয়ে গেছে, এগুলোতে আর কাজ করেনা। যার জন্যই ঐটা চেঞ্জ কইরা উপরের দিকে আস্তে আস্তে দিন দিন ধাবিত হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে আপনি আগে হচ্ছে ঐ বারো বছর আগে বললেন ঐ কোন এন্টিবায়োটিকগুলো ইউজ করতেন?

উত্তরদাতা:সাধারনত ধরেন ফাইমক্সিল, তারপর এমোক্সিসিলিন, তারপর আপনার ধরেন এইচ বা নাপা। একবারে প্লেইন। সেম্পলি এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:আর এখন?

উত্তরদাতা:এখন দেখা যাচ্ছে যে, এগুলো কাজ করেনা। বডিতে রেজিস্ট্যান্ট নিয়ে গেছে। এই কারনে এখন রক্সিম, সেফিক্সিম, সেফোরোক্সিম এগুলো ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:এগুলো প্রথমেই দেয়া লাগে?

উত্তরদাতা:দেওয়া লাগে।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে বডিতে রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে, এটা আপনি কিভাবে জানছেন? মানে জানলেন কিভাবে যে ঐ রোগীর এটা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে বা ?

উত্তরদাতা তো দীর্ঘদিন যদি মানুষ একই মেডিসিনের উপর নির্ভরশীল থাকে, ধরেন বারবার আমার জ্বর হলো, এখন সাতদিনে কমতেছেনা। আবার ধরেন আমরা চৌদ্দদিনের ডোজ ইউজ করি। যদি দেখা যায় যে, তারপরও কমতেছেনা, ঠিক আছে। তো না কমার পরিপ্রেক্ষিতে কি করি আমরা, আমরা ধরেন বিডারার টেষ্টে দিই। তখন দেখা যাচ্ছে যে

প্রশ্নর্কতা:কি টেষ্ট?

উত্তরদাতা:বিডারার।

প্রশ্নর্কতা:বিটাগাল?

উত্তরদাতা:বিডারার।

প্রশ্নর্কতা:সরি, আরো।

উত্তরদাতা:বিডারার।

প্রশ্নর্কতা:বিডারার?

উত্তরদাতা:হ্যা ।বিডারার টেষ্টের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের ঐখানে যে মেডিসিন মানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়ছে, সেটায় কাজ করছেনা। যার জন্য এই টেষ্টের উপর নির্ভরশীল করে বোঝা যায় যে, উনাকে মানে ইয়ের মানে একটু পাওয়ারফুল মেডিসিন দিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এইতো।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ঐ টেষ্ট করতেও আপনি পাঠান? এটা কোথায় টেষ্ট করেন?

উত্তরদাতা:এটা নিজেও করি অতএব আবার বাইরেও ধরেন ট্রান্সফার করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। নিজে করেন বলতেছেন। এখানে ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এখানে আপনার কোন জিনিসপত্র দেখিনা মানে টেষ্ট করার মতো। ১০:০০

উত্তরদাতা:জিনিসপত্র বলতে আলাদা ইয়ে আছে মানে আমার যে বাসা আছে। ঐ বাসায় আরকি।

প্রশ্নর্কতা:বাসায় আছে?

উত্তরদাতা:বাসায় আছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনি কোন সময়টাতে এই টেষ্টটা করেন রোগীকে?

উত্তরদাতা:কোন সময় কত রোগীর

প্রশ্নর্কতা:মানে কয়বার আসলে আপনার কাছে আপনি এটা করেন?

উত্তরদাতা:ধরেন সাতদিনের ডোজ কমপ্লিট হলো। সাতদিনের মেডিসিন দিলাম। কমতেছেনা। তারপর চৌদ্দদিন। চৌদ্দদিনের দেখা যাচ্ছে কমতেছেনা। তখন আমরা ঐ টেষ্টটা করি।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আমি আরেকটু জানতে চাইবো, এইযে এন্টিবায়োটিক আপনি প্রেসক্রিপশন করতেছেন, মানে আপনি কি নিজে লিখেন নাকি হচ্ছে মুখে বলে দেন? নাকি দুইটাই?

উত্তরদাতা:না। নিজে লিখি।

প্রশ্নর্কতা:নিজে লিখেন। না?

উত্তরদাতা:ধরেন রোগীর সাথে কথা বললাম। কথা বলার পরে ওর মানে কথা শোনার পরে তারপর নিজে মেডিসিন মানে কোনটা দিলে ভালো হয়, সে পর্যায়ে ধরেন উনার সাথে কথা আলোচনা করে তারপর দেখি যে সবকিছু চেক টেক দেওয়ার পরে, কথা বলার পরে, রোগ নির্নয় করি। রোগ নির্নয় করার পরে ধরেন প্রেসক্রিপশন করি। প্রেসক্রিপশন কইরা তারপর ধরেন সাতদিনের অথবা চৌদ্দদিনের মেডিসিন দিই। দিয়া তারপরে বলি আবার আসবেন।

প্রশ্নর্কতা তো এইযে ইয়ে করতে গিয়ে আরকি, প্রেসক্রিপশন করতে গিয়ে বা বিক্রি করতে গিয়ে আপনি কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ছেন? কোন রোগীর সাথে, রোগীকে দিচ্ছেন, দেওয়ার সময় আপনার কোন কোন চ্যালেঞ্জ ফেস করছেন কিনা?

উত্তরদাতা:হ্যা। করছি। অনেক করছি।

প্রশ্নর্কতা:কিরকম? একটু দুই একটা উদাহরন দিয়ে বুঝায় দিলে আরো সুবিধা হবে।

উত্তরদাতা:সুবিধা হয়। যেমন ধরেন, কালাজ্বরের চিকিৎসাতে, এটার মধ্যে কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা করা হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা কবে করছেন? কতদিন আগে?

উত্তরদাতা:একটু একটু বেশীদিন হয়। তো ধরেন মিনিমাম দুই বছর হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কিরকম চ্যালেঞ্জ ছিল ঐটা?

উত্তরদাতা:চ্যালেঞ্জ ছিল বলতে আপনার আমরা নিজেরা ব্লাড টেষ্ট করি। সেটাতো বললাম একটু আগে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:তো দ্বিতীয়ত হলো, যে রোগীর বিশ্বাস হয়না যে এটা হয় নাই, এই কালাজ্বর আমার হয় নাই। সেটা বললো। বলার পর, ঠিক আছে। যেহেতু আপনার বিশ্বাস হচ্ছেনা তো অন্য কোথাও করেন। তারপর ধরেন সিবলতলিতে করলো। তারপর আপনার জামরকিতে করলো। তারপর মির্জাপুরে করলো। সাভার যে এনাম আছে, এনাম মেডিকেলে ধরেন করলো। তারপরও তাদের মনে বিশ্বাস আসতেছেনা। তো উনার ভাই আছে। ভাই বলতেছে যে, কালাজ্বর হোক বা না হোক, সেটা কথা না। কিন্তু উনারা যে বলছে, কালাজ্বর হয়ছে, কে কি বললো, সেটা দেখার বিষয় না। তো উনাদেরকে দিয়ে আমরা চিকিৎসা টা করবো। তো সে হিসাবে ধরেন কথা তাদের সাথে আলোচনা হলো। আলোচনা হওয়ার পর বললো যে যদি রোগীর কিছু হয়, রোগীর কিছু হয় তো, তাহলে সেটার দায়ী হবে কে? যদি মারা যায়, তখন চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে হয়ছিল যে যদি রোগী মারা যায়, সেটার রিস্ক হলাম আমরা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি?

উত্তরদাতা:হ্যা। সেটার রিস্ক হলাম আমি। আপনার রোগী যদি এই কালাজ্বর ইনজেকশন ইউজ করার পরে মারা যায়, সেটার রিস্ক হলাম আমি। তো এভাবে ধরেন তাদের এলাকার যেটা, সেটা চিনবেন। একটু বললে মনে হয়। ঐযে হাটুভাঙ্গা। হাটুভাঙ্গা আছে। হাটুভাঙ্গা ঐখানে।

প্রশ্নর্কতা:তো ঐখান থেকে

উত্তরদাতা:মেম্বার ছিল, চেয়ারম্যান ছিল। ঠিক আছে। ঐখানে ছিল। সেখানে তাদের সামনেই ধরেন চিকিৎসা টা শুরু করলাম। শুরু করার পরে দেখা যাচ্ছে এক পর্যায়ে উনি প্রথম ইনজেকশন যখন আমি ইউজ করলাম, তখন অনেক লোক বসা ছিল ঐখানে। চেয়ারম্যান ছিল, এলাকার মেম্বার ছিল। পাড়া প্রতিবেশীরা অনেক লোক ছিল। মিনিমাম ধরেন চল্লিশ পঞ্চাশজন লোক ছিল। তো চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে ইনজেকশন ইউজ করলাম। ইউজ করার পর যাই হোক, ঐখানে আমি আধাঘন্টা দেরী করলাম। রোগীর কন্ডিশন আমার কি হয়। সেটা দেখলাম। দেখার পর দেখা যাচ্ছে যে, না। কোন প্রবলেম হলোনা। তারপর ঐখান থেকে আইসা পড়লাম। আসার পরে উনারে ধরেন একটা ডোজ আছে। একুশ টা। একুশটা ইনজেকশন দেওয়া লাগে। তো একুশটা ইনজেকশন দেওয়ার পরে উনি সুস্থ হলো। সুস্থ হওয়ার পরে মোটামুটি এখনো সে ভালোই ছিল। তো কিছুদিন আগে লিভারে সমস্যা ছিল তো। কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছিল। তখন উনি মনে করেন মারা গেছে মিনিমাম আপনার দুই থেকে আড়াইমাস হবে।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। সেটা লিভারের সমস্যা?

উত্তরদাতা:চিকিৎসা হওয়ার পরে, হ্যা। লিভারের সমস্যা এবং কিডনিও আরেকটা ড্যামেজ হয়ে গেছিল।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। এই কারনে।

উত্তরদাতা:তো ঐখানে যেহেতু কালাজ্বরের চিকিৎসা আমিই করে আসছি, তো ঐখানে সে ভালো। ভালো আছিল ধরেন দুই বছর। দুই বছর সে ভালো ছিল। এইতো।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা হচ্ছে আপনার চ্যালেঞ্জ ছিল যে, কালাজ্বরের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য বা এন্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য। তো ওরা যে এত এনামসে গেল, এনাম হসপিটালে বা মির্জাপুরে গেল বা ইয়েতে গেল। তো ঐখান থেকে ওরা চিকিৎসা করে নাই। শেষ পর্যন্ত আপনার থেকেই চিকিৎসা করায়ছে।

উত্তরদাতা:হ্যা। আমার থেকেই চিকিৎসা করলো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এই ধরনের আর কোন কি সমস্যা ফেস করেছেন যে এন্টিবায়োটিক দেয়ার ক্ষেত্রে এরকমকোন ঘটনা আরো?

উত্তরদাতা:হ্যা, আছে।১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। আছে।

প্রশ্নর্কতা:এই এলাকায়? ঐটাতো হাটুভাঙ্গা।

উত্তরদাতা:এই এলাকায় আছে ধরেন এই আপনার আমার গ্রাম হলো গায়রাবিতিন। এই গায়রাবিতিনেই ধরেন লোক আছে। অনেক চিকিৎসা, মাঝেমধ্যেই দিয়ে থাকি। এরা আমার কাছেও আসে। তাগো পার্শ্ববর্তী ইয়া আছে, এলাকার যত লোক আছে। এখানেই কাজ করে। তো ধরেন টাইফয়েড, টাইফয়েডের ক্ষেত্রে যতটা রোগী আছে, টাইফয়েডের ক্ষেত্রে যদি ইয়ে করি তো স্যালাইনের মাধ্যমে চিকিৎসা করি। যে ভালো হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো টাইফয়েড যেই জিনসটা, টাইফয়েড হয়ছে, এটা কিভাবে বুঝলেন?

উত্তরদাতা:টাইফয়েড হয়ছে কিভাবে, এটা সনাক্ত করার ইয়ে হলো আপনার ব্লাড টেষ্ট করা।

প্রশ্নর্কতা:আর ব্লাড টেষ্টটা কোথায় করে?

উত্তরদাতা:ব্লাড টেষ্ট যদি কেউ বলে যে, না, আমরা বাইরে মির্জাপুর বা আপনার কালিয়াকৈর, যেখানে ইচ্ছা সেখানে করতে পারে। অতএব আমিও করি। আমি নিজেই করি।

প্রশ্নর্কতা:যদি হচ্ছে তারা টাইফয়েডে বাইরে ইয়ে করতে চায়

উত্তরদাতা:বাইরে যদি করতে চায় তো আমি ট্রান্সফার করে দিই যে, হ্যা, করে আসেন।

প্রশ্নর্কতা:আর যদি বলে যে, না, আমি

উত্তরদাতা:করবোনা। আপনার কাছে করবো। তো আমি নিজেই করি।

প্রশ্নর্কতা:আপনি এখানেই করেন। না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি ব্লাডটেষ্ট করে যে টাইফয়েড হলো কিনা, তারপর টাইফয়েডের চিকিৎসাও দেন।

উত্তরদাতা:হ্যা। সনাক্ত করি।

প্রশ্নর্কতা:সনাক্ত করা এবং চিকিৎসা করা পর্যন্ত

উত্তরদাতা:হ্যা, দুনোটাই ধরেন আমি করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এক্ষেত্রে কি আপনার কোন চ্যালেঞ্জ মনে হয়? এই ইয়ে করার ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:আপনার টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, চাছ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এগুলা কিন্তু চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে করা হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:চ্যালেঞ্জের মাধ্যমেই করি। বরাবরই। আমি বরাবর যেটা করে আসছি।

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম কি কখনো হয় যে আপনি এখানে ফিমেল হিসেবে, মহিলা হিসেবে আপনার কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় ঔষধ দিতে গিয়ে বা প্রেসক্রিপশন করতে গিয়ে?

উত্তরদাতা:না। এরকম হয়না।

প্রশ্নর্কতা:এরকম হয়না। মানে ধরেন ডাক্তারতো একজন মহিলা। তার কাছে যাবো বা এরকম কিছু ইয়ে কিনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কোন সুবিধা পান কিনা?

উত্তরদাতা:সুবিধা তো অবশ্যই পাই। তো রোগীরা যখন আমার কাছে আসে, তখন বলে যে, আপনার যেভাবে ভালো হয়, সেভাবে করেন। তো সেখানে কোন বাধা বিঘ্ন হয়না। তো আমার ইচ্ছা স্বাধীনমতোই করতে পারি।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। আর ধরেন আপনি মহিলা হিসেবে যে রোগী কি অন্যদের তুলনায় বেশী পান নাকি মানে চিকিৎসা দেয়ার ক্ষেত্রে রোগীরা কতটা কমর্ফেটএবল আপনার কাছে চিকিৎসা নিতে? মানে মহিলা হিসেবে আরকি যে অনেক পুরুষ ডাক্তার তো আছেই।

উত্তরদাতা:পুরুষ ডাক্তার এখানে অবশ্যই আছে। তো মহিলা হিসাবে ধরেন এলাকার যে লোক আছে আমার উপরে অনেকটাই বিশ্বস্থ। তো অন্যান্য তুলনায়, অন্যদের চেয়ে রোগী আমার বেশী।

প্রশ্নর্কতা:তো এই মহিলা রোগীর সংখ্যা বেশী হয় নাকি পুরুষের রোগীর সংখ্যা বেশী হয় এক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:আসলে যেহেতু মহিলা, মহিলা রোগীর সংখ্যাই বেশী। পুরুষের সংখ্যা একটু মহিলার চেয়ে কম।

প্রশ্নর্কতা:আমি এই বিষয়ে, এন্টিবায়োটিক এর বিষয়ে আরেকটু জানতে চাইরো আরকি, এইযে এন্টিবায়োটিক যখন দিচ্ছেন কাউকে। দেওয়ার সময়ে কি পরিমান ডোজ কি নির্দেশনাগুলি দেন একজন রোগীকে? কিভাবে খেতে হবে, এই নির্দেশনাগুলো

উত্তরদাতা:রোগী যদি এন্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়, তাকে মানে দেওয়া হয়, তাকে মোটামুটি হিসেবে সাতদিনের মেডিসিন দেওয়া হয়। যে সাতদিন খান, সাতদিন খাওয়ার পরে দেখেন কি হয়। তারপর আবার আসেন। যদি সাতদিনে ডোজ কমপ্লিট হয়ে গেল, তো সমস্যা সমাধান হলো। তাহলে আর দেওয়া লাগেনা। আবার যদি ধরেন তার সমস্যা একটু রয়ে গেল,তাহলে আমরা চৌদ্দ দিন ডোজ দিই। যেমন সাতদিন সকাল বিকাল।

প্রশ্নর্কতা:সাতদিনে হচ্ছে সকাল বিকাল কয়

উত্তরদাতা:সকাল বিকাল দিয়ে দিই। তারপরে দেখি যে, না, তারপরও মানে একটু সমস্যা মনে হয়তেছে আছে। তো আরো সাতদিনের দিই। তাহলে চৌদ্দদিন চলে। চৌদ্দদিনের ভিতর দেখা যাচ্ছে যে, সে উপকৃত হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:তো তাদেরকে বলার সময় কিভাবে বলেন আরকি। ঔষধ যে দিচ্ছেন, সাতদিনের ঔষধ দিচ্ছেন বা আরো সাতদিনের ঔষধ দিচ্ছেন। তখন কি বলেন মানে ঐ নির্দেশনাগুলো কি কি থাকে আরকি।

উত্তরদাতা:নির্দেশনা বলতে যখন একটা রোগীকে আমরা মেডিসিন দিই, ঠিক আছে। দেওয়ার পরে তাকে বলি, হ্যা, সাতদিন খান। সাতদিন খাওয়ার পরে দেখেন। আবার আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তারপর কিছু কিছু নির্দেশনা আছে যেগুলা খাওয়া যাবেনা। ধরেন একটা জ্বরের রোগীরে সাতদিনের মেডিসিন দিয়ে দিলাম। দেয়ার পরে বলি যে গরুর মাংস, ইলিশ মাছ, তারপর ঠান্ডা বাসি এগুলা খাওয়া যাবেনা। আর দিত্বীয়ত কথা সময়মতো খাবার খায়তে হবে। সময়মতো মেডিসিনগুলা খায়তে হবে। টাইম টু টাইম। টাইম টু টাইম মেডিসিন যদি না খান, তাহলে কিন্তু মেডিসিনে কাজ করবেনা। যে রেষ্ট নিতে হবে। সময়মতো খাবার খেতে হবে। এই সময়ের মেডিসিনগুলা ঠিকমতো খায়তে হবে। তারপর লেষ্টে থাকতে হবে। ভালো খাবার খেতে হবে। এইতো আরকি।২০:০০

প্রশ্নর্কতা:এগুলা বলেন, না?

উত্তরদাতা:এগুলা বলি।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সর্ম্পকে বলেন?

উত্তরদাতা:সাধারনত মেডিসিনে তেমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই। যদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়ও, তো এতটা হয়না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এত হয়না। কিন্তু ওদেরকে বলেন কিনা যে রোগীদেরকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। বলি। যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যদি দেখা যাচ্ছে যে মেডিসিন খাওয়ার পরে বমির ভাব হয়লো। অথবা মাথা ঘুরায়লো। পইড়া মানে মাথা ঘুরায়ে পইড়া গেল। তখন দেখা যাচ্ছে যে হয়তোবা সেটার কোন সাইড এফেক্ট আছে। তখন বলি যে মাথায় পানি দিবেন হয়তোবা মেডিসিনটা বন্ধ রাখেন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। অথবা মেডিসিন বন্ধ রাখবে।

উত্তরদাতা:বন্ধ রাখবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে কোন একজন ধরেন একটা নির্দিষ্ট রোগ নিয়ে আসলো আরকি ধরেন নির্দিষ্ট রোগী আসলো আপনার কাছে একটা রোগী আসলো। তাকে এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন? তাকে যে এন্টিবায়োটিক দিতেই হবে ঐ রোগীকে, এটার সিদ্ধান্ত কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:সেটা সিদ্ধান্ত, একটা রোগীকে যদি এন্টিবায়োটিক দিতেই হবে। এমনটা মনে হয় তো সেটা তার রোগের ক্ষেত্রে। তার যে রোগ হয়ছে, সে রোগের ক্ষেত্রে মানে নির্নয় করে সেটা দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে রোগ

উত্তরদাতা:মানে এটা দেওয়া লাগবেই। এটা ছাড়া চলবেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। রোগের কন্ডিশন দেখে।

উত্তরদাতা:কন্ডিশন হিসাবে। দেখা যাচ্ছে যে, সে তার এই এন্টিবায়োটিক ছাড়া চলেনা। রোগের কন্ডিশন হিসাবে তার লাগে। সেটা দিতে বাধ্য। আর যদি দেখা যাচ্ছে লাগবেনা, তাহলে আমি এন্টিবায়োটিক কখনোই প্রয়োগ করিনা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে একটা আপনার এরকম যেহেতু আপনার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। একটা উদাহরন দিবেন আমাকে। তাহলে আমার আরেকটু বুঝতে সুবিধা হবে যে, কোন পর্যায়ে আপনি এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন। এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন? কোন রোগের ক্ষেত্রে আরকি।

উত্তরদাতা:ধরেন সাধারনত ধরেন টাইফয়েড এর ক্ষেত্রেটাই বলি। ঐ ক্ষেত্রে কিন্তু এন্টিবায়োটিক দিতেই হবে। বাধ্যতামুলক। এন্টিবায়োটিক ছাড়া কাজ করবেনা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু টাইফয়েড একটা রোগী আসলো। টাইফয়েডে ইয়া হচ্ছে যে জ্বর। জ্বর নিয়ে সে আসলো। তখন কিভাবে বুঝলেন যে তার টাইফয়েড। প্রথম দেখাতে?

উত্তরদাতা:প্রথম দেখাতে ঐটা না। প্রথম দেখাতে মানে যদি দেখি যে সাতদিন বা চৌদ্দদিন বা একুশ দিনের উপরে তার জ্বর। জ্বর যদি থাকে তাহলে আমরা ব্লাড টেষ্টে দিই। টেষ্টে দেয়ার পরে রোগটা নির্নয় করি যে উনার টাইফয়েড হয়ছে। সেটার উপর ভিত্তি করে মেডিসিন দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এরকম টাইফয়েড ছাড়া অন্য কোন শুধু নরমাল জ্বরের জন্য?

উত্তরদাতা:সাধারনত নরমাল জ্বরের জন্য আমরা নাপা, প্যারাসিটেমল বা ফাইমক্সিল এটা সাধারনত ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:ফাইমক্সিল। না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনার কি মনে হয় যে এইযে, এন্টিবায়োটিক এর বাজারমুল্য যেটা আছে আরকি এটার সাথে রোগীর যে কেনার ক্ষমতা, এতে কি তাদের ক্ষমতা আছে? কেনার মতো সার্মথ্য আছে?

উত্তরদাতা:সামর্থ্য বলতে যদি একটা ব্যাক্তির যদি রোগ হয়, তখন তো সামর্থ্য এমনিতেই বের করে। এখন কিনে খাওয়া লাগবে। ডাক্তারের নির্দেশ। না খেলে চলবেনা। তখন বাধ্য হয়ে তারা মানে খাওয়ার চেষ্টা করে। মানে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন কিন্তু এইযে এন্টিবায়োটিক বললেন হচ্ছে সাতদিন। সাতদিন না হলে চৌদ্দদিন দেয়া লাগে।

উত্তরদাতা:দেয়া লাগে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এন্টিবায়োটিক এর দাম তো তুলনামুলক, অন্য ঔষধের তুলনায় কি একটু বেশী?

উত্তরদাতা:হ্যা। অন্য ঔষধের তুলনায় এন্টিবায়োটিক এর দামটা একটু বেশী।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এইযে চৌদ্দদিন সে খাবে, এটা কেনার সামর্থ্য কতটুকু থাকে? কয়জন মানে এরকম, সবার কি ঐরকম কেনার সামর্থ্য থাকে?

উত্তরদাতা:ধরেন এখানে সেভেন্টি পারসেন্ট লোকের সামর্থ্য আছে। আর থার্টি পারসেন্ট লোকের নাই। তাদের জন্য নরমালিটি চিকিৎসা দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:আর তাদের জন্য যদি এন্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন হয়, তখন কি হয়?

উত্তরদাতা:প্রয়োজন হলে নরমাল যে হাফ এন্টিবায়োটিক আছে, ঐটা আমরা ডোজটা ডবল করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। যেটা বলতেছেন, হাফ এন্টিবায়োটিক ঐটার ডোজ ডবল করে দেন?

উত্তরদাতা:ডবল করি।

প্রশ্নর্কতা:ডাবল বলতে কিভাবে খাবে তাহলে ঐটা?

উত্তরদাতা:ধরেন যেখানে চৌদ্দদিন সেখানে আমরা একুশ দিন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐ হিসাবে।

উত্তরদাতা:মানে আস্তে আস্তে সে খায়তেছে মানে ক্রয় ক্ষমতা যেহেতু কম, আস্তে আস্তে নিতেছে, খায়তেছে। একটু দীর্ঘদিন খাওয়া লাগে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ঐগুলোর দাম কি কম?

উত্তরদাতা:ঐ হায়ার এন্টিবায়োটিক এর তুলনায় হাফ এন্টিবায়োটিক এর দাম তুলনামুলকভাবে একটু কম। ধরেন ঐটা যদি আপনার বিশ টাকা হয়, এটার দাম ধরেন সাতটাকা বা আট টাকা। এরকম।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে তো মানে

উত্তরদাতা:অনেকটাই কম।

প্রশ্নর্কতা:মোটামুটি অনেকটাই কম। ওরা কিনতে পারে যারা ঐযে বললেন যে থার্টি পারসেন্ট যারা হায়ার এন্টিবায়োটিক কিনতে পারেনা, তারা কি ঐ হাফ এন্টিবায়োটিক কিনে খায়তে পারে?

উত্তরদাতা:হ্যা। খাওয়ার সামর্থ্য আছে।

প্রশ্নর্কতা:সামর্থ্য আছে। আচ্ছা। তারা কি যে পরিমান খরচ করে আরকি এন্টিবায়োটিক এর পিছনে। সে পরিমান কি ঠিকভাবে মানে ফলাফলটা পায়? মানে যে রোগের জন্য খাচ্ছে ২৫:০০

উত্তরদাতা:হ্যা। যে রোগের জন্য খাচ্ছে, সেই রোগের জন্য অবশ্যই তারা ফলাফল পাচ্ছে। মানে এখানে কোন ভুল নেই।

প্রশ্নর্কতা:এখানে কোন ভুল নেই। তাহলে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ওরা যে এন্টিবায়োটিক নিচ্ছে বা চৌদ্দ দিনও বলেন বা একুশ দিন বলেন। এটা দীর্ঘ সময় কিন্তু

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এই একুশ দিন কি তারা কন্টিনিউ করতে পারে? নাকি মানে আমি জানতে চাচ্ছি তারা কি কোর্সটা পুরাপুরি ঠিকভাবে

উত্তরদাতা:হ্যা। পুরোপুরিভাবে মানে তারা গ্রহন করতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:পারে?

উত্তরদাতা:হ্যা। পারে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কখনো মিস গেছে বা ভুলে গেছে এরকম কখনো হয় কিনা? আপনি কি খবর নেন ওদের?

উত্তরদাতা:একটা রোগী যখন আমরা যখন একটা রোগীর চিকিৎসা নিই, তখন কিন্তু সেটার উপর আমাদের একটা নজর থাকে। যে সে ঠিকমতো মেডিসিন খাচ্ছে নাকি খাচ্ছেনা। সে কি অবস্থায় আছে। ঠিক আছে। আমরা ফোনে যোগাযোগ করে তার সাথে আলোচনা করি। যদি দেখি যে একটা রোগীর ক্রয় ক্ষমতা নাই বা নিতে পারতেছেনা। তখন আমরা নিজেরাই হেল্প করি। আমি নিজেই হেল্প করি যে, ঠিক আছে। আপনি সাতদিনের নিছেন। আর যেহেতু সাতদিনের আপনার বাকী আছে। যেহেতু নিতে পারছেন না। টাকার একটু প্রবলেম। তাহলে নিয়ে যান। আবার কোন সময় আমাকে দিয়ে দিবেন। বা সাতদিন পরে দিলেন বা দশদিন পরে দিলেন। আবার দিয়ে যাবেন। কিন্তু আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, টাকা, হ্যা, রোগীরা দিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। রোগীরাও দিয়ে যায়। না?

উত্তরদাতা:দিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কিন্তু যেহেতু র্দীঘ সময় আরকি। কম সময় হলে না হয় ইয়ে করতাম যে, না, হয়তো ভুলে যায়নি। ঠিকমতো খায়ছে। কিন্তু র্দীঘ সময় যেহেতু এরকম মিস টিস হয় কিনা ওদের খাওয়ার মধ্যে?

উত্তরদাতা:মাঝেমধ্যে মিস হয়। মিস হলে কিন্তু আবার কিন্তু পুরো কোর্স কমপ্লিট করা লাগে। পুরো ডোজ আবার কমপ্লিট করা লাগে। আবার দিত্বীয়বার খায়তে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কিভাবে, আচ্ছা। দিত্বীয়বার আবার ঐটা খায়তে হয়?

উত্তরদাতা: দিত্বীয়বার আবার ঐটা খায়তে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এতে মানে মিস গেল কি গেলনা, যেহেতু র্দীঘ সময় আপনি তো ওদের সাথে সাথে থাকেন না।

উত্তরদাতা:সাথে থাকিনা। ঠিক আছে। কিন্তু তাদের ফোনে যোগাযোগে কথা হয় যে, আপনার সাতদিনের মেডিসিন নিলেন। বা ওরাই ফোন দেয় যে সাতদিনের মেডিসিন নিলেন। তো খাওয়া শেষ। বা আমার মিস হয়ে গেছে। ভুল হয়ে গেছে। এখন কি করা যায়। তো আমরা পরার্মশ দিই যে, যেহেতু ভুল করছেন, সেহেতু আবার ডোজটা কমপ্লিট করতে হবে। তো পুনরায় আবার কমপ্লিট করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এরকম কি কখনো হয় যে, ঔষধ খায়তেছে, অর্ধেক খাওয়ার পরে অনেকেই একটু ভালো লাগে। তারপর কি ওরা কন্টিনিউ করে ঔষধটা?

উত্তরদাতা:যদি সাধারনত, সাধারনত যদি দেখা যাচ্ছে যে, হ্যা, যেহেতু আমরা সাতদিনের ডোজ দিই, চৌদ্দদিনের ডোজ দিই প্রত্যেকটা রোগীর ক্ষেত্রেই। তো দেখা যাচ্ছে যে সাতদিনে যদি ভালো হয়ে যায়, তো আর চৌদ্দদিনের ডোজ দেওয়া লাগেনা।

প্রশ্নর্কতা:ঐ সাতদিনের ডোজের মধ্যেই যদি সে মাঝখান থেকে ভালো

উত্তরদাতা:ভালো অনুভব করলেও কিন্তু সেটার জীবানুটা থেকে যায়। যার জন্য আমরা বলি, তিনদিন খায়ছেন। ঠিক আছে। তিনদিন খেয়ে যদি সে ভালো অনুভব করে তারপরও বলি সাতদিন চালিয়ে যাবেন। এই কারনে যে ঐ পয়জনটা যাতে না থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সেটা তো আপনি বলেন। এখন রোগীরা কি আসলেই ঐভাবে খায় কিনা?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐভাবেই খায়। মানে নির্দেশনা মোতাবেকই খায়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ঐটা জানতে চাচ্ছি আরকি। যে

উত্তরদাতা:যেভাবে আমি নির্দেশনা দিই, সেভাবেই রোগীরা খায়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ওরা যখন কিনে এই যেমন সাতদিন বলেন, চৌদ্দ দিন বলেন। যদি ক্যাপসুল বলেন সাতদিনে, তাহলে দুইদিন করে দিলেও তো তার চৌদ্দটা কেনা লাগতেছে। আর এইক্ষেত্রে যেহেতু দাম বেশী হওয়ার কারনে অনেক সময় ইয়ে হয়। তো আমি এটা জানতে চাচ্ছি ওরা এটা কি পুরা ঐ সাতদিনের কোর্স কিনে নাকি অর্ধেক কিনে? কিভাবে কিনে?

উত্তরদাতা:দেখা যাচ্ছে যে এখানে সাতদিনের ঔষধের অনেকটাই দাম। তখন বলি যে, ঠিক আছে। তিনদিনর কোর্স নেন। আবার তিনদিনের পরে আবার নিবেন। এভাবে নেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে অর্ধেক অর্ধেক করে

উত্তরদাতা: অর্ধেক অর্ধেক করেও নেয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি নিজেরা চেয়ে নেয়। আপনি এখন বললেন, আপনি বলেন যে তিনদিনের নেন।

উত্তরদাতা:উনারা নিজেরাও বলে যে, যেহেতু টাকার প্রবলেম। তাহলে তিনদিনের দেন অথবা পাঁচদিনের দেন। উনারা নিজেরাই বলে।

প্রশ্নর্কতা:ওরাও নিজেরা বলে?

উত্তরদাতা:উনারা নিজেরাই বলে।

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম কি কখনো হয়ছে যে, তিনদিনের নিয়ে গেলাম। ভালো হয়ে গেছি। আর ফেরত আসলামনা।

উত্তরদাতা:তিনদিনের যদি নিয়েও যায়, তারপরও দেখা করতে আসে যে, ভালো হয়ে গেছি, এখন কি করা যায়। পরার্মশ নিতে আসে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি মনে হচ্ছে এই জায়গায় আপনাকে ঐ দিক দিয়ে সবাই বিশ্বাস করে।

উত্তরদাতা:হ্যা। সবাই বিশ্বাস করে।

প্রশ্নর্কতা:যে অসুখ ভালো হওয়ার পরেও আপনার কাছে

উত্তরদাতা:আমার কাছে এসে দেখা করে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। তো এই এলঅকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আপনার চিকিৎসা নাকি এর বাইরেও ইয়ে আছে? রোগীরা আসে, চলে আসে আপনার কাছে।

উত্তরদাতা:না। বাইরেও চিকিৎসা করি। এলাকার মধ্যে না। গায়রাবিতিন গ্রাম হচ্ছে আমাদের বিশাল বড় বলতে গেলে। তারপর পাশাপাশি গ্রাম আছে। ধরেন পাহারতা, ভংকুরি, বারিয়াজান তারপর যে বললাম চিত্রেশ্বরী। কিন্তু বাইরের এলাকা এগুলা। ৩০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐখান থেকেও আসে?

উত্তরদাতা:ঐখান থেকে রোগী আসে।

প্রশ্নর্কতা:ওরা কি এসে এসে আপনার এখানে চিকিৎসা নেয় নাকি আপনাকে ফোন দিয়ে কল করে ইয়ে করে?

উত্তরদাতা:কিছু আছে যে ধরেন ফোন দেয়। ফোন দেওয়ার পরে বলে যে এই সমস্যা। তাহলে কি করতে পারি? তখন নিজেই বলি। আসেন। এসে দেখা করেন। তারপর চিকিৎসা নেন।

প্রশ্নর্কতা:তো এতদূরে ঐখান থেকে আপনার এখানে কেন অসে? আপনার কেন মনে হয় যে, এখানে আসে ওরা? বা ফোনও কেন আপনার এখানে দেয়? হয়তো কাছাকাছি কোন দোকান থাকতেই পারে।

উত্তরদাতা:কাছাকাছি দোকান অবশ্যই আছে। তো আমার প্রতি বিশ্বস্থ, বিশ্বাস আছে যে, উনার কাছে গেলে ভালো হবো। এজন্য আসে। সেটা রোগীর আত্মবিশ্বাস।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। সেটা তো অবশ্যই। তো এন্টিবায়োটিক লিখার ক্ষেত্রে কোন এন্টিবায়োটি কে বেশী প্রাধান্য দেন আপনি? এানে রোগীকে যখন এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, কোন এন্টিবায়োটিকটা বেশী আপনার প্রাধান্য দিয়ে লিখেন আরকি। বা বেশী লিখেন?

উত্তরদাতা:বেশী লিখি এন্টিবায়োটিক, হাফ এন্টিবায়োটিক যদি লিখি, তাহলে ধরেন ফাইমক্সিল আছে। জেনামক্স, এগুলা লিখি। ঠিক আছে। আর যদি হায়ার এন্টিবায়োটিক লিখি, তাহলে ধরেন আপনার সেফ- থ্রি আছে। এটাই বৌশ লিখি। তার কারন এটা কাজ ভালো। কাজ করে বেশী।

প্রশ্নর্কতা তো আপনার কি মনে হয় যে অন্য যে ঔষধগুলা আছে, এন্টিবায়োটিক ছাড়া অন্যগুলো আরকি। অন্য যে ঔষধগুলো আছে এবং এন্টিবায়োটিক, এই দুইটার মধ্যে আপনি কোনটাকে বেশী প্রাধান্য দেন? রোগীকে ঔষধ দেয়ার সময়?

উত্তরদাতা:রোগীর কন্ডিশন বুঝে সেটা প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনি একটু বলবেন যে ঐখানে যে এন্টিবায়োটিকটাই বেশী চলে যায় নাকি আপনার নরমাল ঔষধটাই বেশী দেন?

উত্তরদাতা:প্রত্যেকটা রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু এন্টিবায়োটিক লাগেনা। কিছু কিছু রোগী আছে যেগুলার এন্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন হয়না। সেগুলাকে আর এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়না। যেগুলা দেখা যাচ্ছে যে প্রয়োজন বোধ করা হয় বা সমস্যা আছে। ভাইরাস আছে। সেগুলাকেই, সেক্ষেত্রে আমরা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:আমি একটু মাঝখান থেকে ইয়ে করবো আরকি। যে ঐ অন্যান্য ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক ঔষধ, এই দুইটা মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা:অন্যান্য ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিক এর পার্থক্য অবশ্যই আছে।

প্রশ্নর্কতা:কি

উত্তরদাতা:সাধারনত ধরেন সাধারন ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনা। যেটা আপনার প্রয়োজন নাই, সেই জীবানুটা উনার নাই। তখন সেখানে কিন্তু আমরা এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করিনা। দেখা যাচ্ছে যে, উনার প্রয়োজন আছে বা সেক্ষেত্রে আমরা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। সেটা বুঝলাম। কিন্তু এই অন্যান্য ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে পার্থক্য কোন

উত্তরদাতা:পার্থক্য বলতে আপনার

প্রশ্নর্কতা:ঔষধের পার্থক্য আরকি।

উত্তরদাতা:ঔষধের পার্থক্য আপনার ধরেন এন্টিবায়োটিক যে আমরা ব্যবহার করি। এন্টিবায়োটিক যেগুলা ব্যবহার করি, পার্থক্য এটাই। যে সাধারন ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সাধারনত ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনা। যে ঐটা প্রাধান্যটা দিই এই কারনে যে, উনার পয়োজন আছে বা জীবানু আছে। সেই কারনে কিন্তু আমরা হলো এন্টিবায়োটিকটা ব্যবহার করি। এটাই পার্থক্য।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক তো দেন হচ্ছে সেই কারনে। এটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

উত্তরদাতা:প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি যে আরো তো যেগুলা এন্টিবায়োটিক ছাড়া যেগুলা আরো ঔষধ আছে, ঐ ঔষধগুলোর কি কাজ আর এগুলোর কি কাজ? মানে দুইটা কাজের পার্থক্যটা

উত্তরদাতা:দুইটা কাজের পাথর্ক্য?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:যেমন সাধারনত যারা শারীরিক দুর্বলতার কারনে ধরেন আমরা যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু এন্টিবায়োটিক না। সাধারনত ভিটামিন। ভিটামিন বা ক্যালসিয়াম। এগুলা ব্যবহার করি। সেখানে তো এন্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন নাই। শারীরিক দুর্বলতার কারনে। এগুলা আমরা ব্যবহার করি। আর যখন আমরা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি তখন কিন্তু আমরা ঐটা পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে ব্যবহার করি। পরীক্ষা নীরিক্ষা ছাড়া কিন্তু আমরা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনা।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। কিন্তু আবার এই এন্টিবায়োটিক এর কাজটা কি তাহলে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক কাজ হলো যে ভাইরাসকে ধ্বংস করা।

প্রশ্নর্কতা: ভাইরাসকে ধ্বংস করা। আচ্ছা। তাহলে এইযে এন্টিবায়োটিক, আমাকে একটু আরেকটু মাঝখান থেকেই বলি আরকি। এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকেই বলেন যে, এন্টিবায়োটিকটা মানে কিরকম ঔষধ। কিভাবে কাজ করে এটা? শুধু এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:শুধু এন্টিবায়োটিক এর কাজ

প্রশ্নর্কতা:মানে ঔষধটা কিরকম ঔষধ? বা এটাই বলেন। মানে আমাকে বুঝানোর জন্য আরকি যে কারন আমি তো ধরেন এতগুলো এন্টিবায়োটিক এর নাম বললেন। কিভাবে কোন জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি হয়তো, আমি আপনার থেকে এখন শুনলাম। আগে হয়তো নামই শুনি নাই। বুঝছেন? এজন্য এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে একটু জানতে চাচ্ছি। এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কি, এটা?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঔষধ হলো একটা হায়ার এন্টিবায়োটিক। এটা ভাইরাসকে নির্মুল করা। তো কি যেন জানতে চেয়েছিলেন, ৩৫:০০

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক কি আর কি। এন্টিবায়োটিক বলতে কি বোঝায় মানে এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কিরকম ঔষধ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক হলো হায়ার এন্টিবায়োটিক। মেডিসিন। যেটাকে এটা ভাইরাসকে নির্মুল করে। এক কথায়।

প্রশ্নর্কতা:এক কথায় হচ্ছে ভাইরাসকে

উত্তরদাতা:ভাইরাসকে নির্মুল করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এটার কাজ হচ্ছে মানে

উত্তরদাতা:ভাইরাসকে ধ্বংস করা।

প্রশ্নর্কতা:ধ্বংস করা। আর বলতেছেন নরমাল ঔষধের সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে যে, কি বলছিলেন, আমি আসলে ঐটা ভালো বুঝি নাই আরকি।

উত্তরদাতা:নরমাল ঔষধের সাথে পাথর্ক্য এটাই যে আপনার নরমালিটি যেটা আমরা মেডিসিন ব্যবহার করি মানে ঔষধ যেটা ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে তো আমরা নরমালই। যখন কিনা আমরা হায়ার এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি বা যেটা ধরেন ইয়ে করি। এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি। সেটাকে ভাইরাস ধ্বংস করার জন্য যে রোগীর ক্ষেত্রে ধরেন ভাইরাস নাই, সেখানে আমরা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনা। এইটুকুই পার্থক্য।

প্রশ্নর্কতা:ভাইরাসকে ইয়ে করার জন্য। আচ্ছা। আপনার কাছে কি এন্টিবায়োটিক চাওয়ার জন্য কেনার জন্য বা রোগীরা যখন চায়তে আসে এন্টিবায়োটিক, তখন কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া আসে?

উত্তরদাতা:না। প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন এন্টিবায়োটিক সাধারনত আমরা দিইনা। চাইলেও দিইনা। তার কারন যদি তার সমস্যা না থাকে, এই এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হয়, তাহলে তার কোন সাইড এফেক্ট হতে পারে। এই কারনে আমরা প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনা। বা দিইনা। কোন রোগীকেই না। যদি নিয়ে আসে, যে এটা দেইখা সেটাতে কি আছে, দেন। তো তাহলে যদি দেখি যে সেখানে এন্টিবায়োটিক আছে, তাহলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু ধরেন আমি আসলাম। আমি কোন এন্টিবায়োটিক এর নাম যেমন একটু আগে বললেন সেফ থ্রি। সেফ- থ্রি চাইতে আসলাম। তখন

উত্তরদাতা:না। চায়তে আসলে আমরা চাইলে ঐভাবে আমরা দিইনা। তার কারন ঐটার সাইড এফেক্ট আছে।

প্রশ্নর্কতা:তখন কি বলেন রোগীকে?

উত্তরদাতা:তখন বলি যে ভাই এভাবে দেওয়া সম্ভব না। যেকোন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসেন।

প্রশ্নর্কতা:আর সে যদি বলে হ্যা, প্রেসক্রিপশন আনি নাই। হয়তো কেউ বলছে আমাকে কেনার জন্য। তখন আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা:ঐভাবে আসলে আমি দিইনা। অন্যরা দেয় কিনা, সেটা জানিনা। কিন্তু আমি দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে কি এরকম কখনো হয় যে, তার মানে কি ওরা চায়তে আসে আপনার কাছে? মানে এরকম আছে কিনা কাষ্টমার?

উত্তরদাতা:আছে। মাঝেমধ্যে আসে যে, আমাকে দুইটা সেফ-থ্রি দেন বা দুইটা সেফিক্সিম দেন বা দুইটা রক্সিম দেন। জিম্যাক্স দেন। কিন্তু চায়। ঠিক আছে। তো আমি ঐভাবে বিক্রি করিনা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু ওরা কি জানে এগুলা এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:হ্যা। জানে।

প্রশ্নর্কতা:যখন চায়তে আসে আরকি।

উত্তরদাতা:অবশ্যই জানে। না জানলে তো আর চায়তোনা।

প্রশ্নর্কতা:না। হয়তো ঔষধের নাম জানে। কিন্তু এটা এন্টিবায়োটিক কিনা, সেটা জানে কিনা। ঔষধের নামটা হয়তো জানে।

উত্তরদাতা:ঔষধের নাম জানে। ঠিক আছে। এখন মোটামুটি ধরেন অনেক লোকেই ঔষধের নাম জানে। বা নাম জানে, দেখা যাচ্ছে যে, একটা সমস্যা হলো। ঐ সমস্যার কারনে ডাক্তারে রিখলো। লেখার পরে দেখা যাচ্ছে যে, ও খায়ছে। ভালো হয়ছে। এরকমও তো হয়। যে খায়ছে ভালো হয়ছে। একজনে জিজ্ঞেস করলো যে ভাই, আমার এরকম সমস্যা। তাহলে হয়তোবা সে বলে দেয় যে, আমি যখন এই মেডিসিনটা খেয়ে আমার ভালো হয়ছে। তাহলে যাও, তুমিও এটা খাও। কিন্তু এটা খাওয়া আসলে ঠিক না।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। যে আরেকজনের কাছ থেকে যে আরেকজন খায়ছে প্রতিবেশী, তার কাছ থেকে জেনে

উত্তরদাতা জেনে যেয়ে মানে নিয়ে খাওয়া, এটা ঠিক না।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ঠিক না। কিন্তু ওরা খেতে আসে?

উত্তরদাতা খেতে আসে। কিন্তু ওদের ক্ষতি হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:খায়লে তো অবশ্যই ক্ষতি হবে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি বললেন, আপনি দেননা। আপনি না দিলে তখন কি করে ওরা?

উত্তরদাতা:হয়তোবা অন্য কোথাও যায়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে অন্য কোথাও থেকে সে পাচ্ছে?

উত্তরদাতা:অবশ্যই পাচ্ছে। এরকমতো হয় যে, ধরেন আমি দিলামনা। আমি দিলামনা। ভাই, প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। তো অন্য কোথাও গেলে দেখা যাচ্ছে যে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এরকম আছে। সবাইতো আর একরকম না।

প্রশ্নর্কতা:সেটাই। সবাইতো আর একরকম না।

উত্তরদাতা:অনেকে আছে যে, চায়লো। টাকা দিবে, দিয়ে দিলাম।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঐরকম না। যে টাকা হলেই যে ঔষধ বিক্রি করবো, সেরকম নাই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এবার হচ্ছে ধরেন ঝুঁকি সর্ম্পকে আরকি, রিস্ক সর্ম্পকে আমি জানতে চাইবো আপনার কাছে। যে এন্টিবায়োটিক রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কি রকম ভুমিকা রাখে? মানে কতটা শরীরের মধ্যে এটা ভালোভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতা:যদি একটা রোগী তার নিয়মমাফিক মানে নিয়মমতো খায়। ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ভালো হয়। আর যদি, কোন রোগী যদি নিয়মমতো না খেতে পারে সেটা তার পক্ষে ভালো না, ভালো কাজ করেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। নিয়মমতো খায়তে না পারলে সেটা ভালো কাজ করেনা।

উত্তরদাতা:ভালো কাজ করবেনা। সে রেজাল্ট ভালো পাবেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করে? কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:সাধারনত এন্টিবায়োটিক ধরেন এটাতো ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করে, সেটা তো একটু আগেই বললাম।তো ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রির ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন। ৪০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। হ্যা।

উত্তরদাতা:আর দিত্বীয়ত আপনার কাঁটাছেড়ার কারনে, সেটার মধ্যেও আমরা এন্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি বা ব্যবহার করি। তো তারপর ধরেন জ্বরের ক্ষেত্রে, টাইফয়েড জ্বরের ক্ষেত্রে আমরা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি। এরকম আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলো তার মানে এসব রোগের ক্ষেত্রে

উত্তরদাতা:রোগের ক্ষেত্রেই ধরেন এন্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কোন গ্রুপের ঔষধটা আরকি এন্টিবায়োটিক ঔষধটা বেশী ভালো কাজ করে এসব রোগের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:এসব রোগের ক্ষেত্রে যেটা আমি বরাবরই দেই বা প্রেসক্রিপশন করি, ঠিক আছে। ধরেন জিম্যাক্স, এটা তো বললাম। রক্সিম, সেফ-থ্রি। তারপর আপনার ওরিসেফ। কিছু কিছু জিনিস আছে, এগুলা মানে রোগীর উপর কন্ডিশন করে, রোগীর বডির ফিটনেসের উপর কিন্তু কন্ডিশন করে মেডিসিনগুলা লেখা হয়। প্রেসক্রিপশন করা হয়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। মানে এই গ্রুপের ঔষধগুলো ভালো কাজ করে।

উত্তরদাতা:ভালো কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:মনে করেন আপনি। আচ্ছা। তো আপনার কি মনে হয় এইযে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে কোন ধরনের সাইড এফেক্ট আছে কিনা। মানে আমি এন্টিবায়োটিক খাইলাম কোন একটা অসুখের জন্য। এর সাইড এফেক্ট আছে কিনা?

উত্তরদাতা:হ্যা। সাইড এফেক্ট আছে।

প্রশ্নর্কতা:কিরকম? কি ধরনের সাইড এফেক্ট থাকে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক খায়লে ধরেন সাইড এফেক্ট হয়। যেমন, গর্ভকালীন অবস্থায় যদি সে এন্টিবায়োটিক খায় তাহলে সেটার সাইড এফেক্ট আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কিরকম?

উত্তরদাতা:কিরকম, যেমন বমির ভাব হয় অথবা মাথা ঘুরে। এরকম হয়। তার গর্ভাবস্থায় তার গর্ভধারন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঐ গভার্বস্থায় বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক খেলে, হ্যা, নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা মোকাবেলা করে কিভাবে?

উত্তরদাতা:মোকাবেলা করার ইয়ে হলো এন্টিবায়োটিক খাওয়া নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ করে দিই।

প্রশ্নর্কতা:গর্ভকালীন

উত্তরদাতা:গর্ভকালীন অবস্থায় আমরা কীটনাশক, মেডিসিন এবং যেটা আমরা ঐযে আপনার সোডিয়াম যেটা ইয়া আছে মানে ব্যথা জাতীয় ট্যাবলেট আর এন্টিবায়োটিক এগুলা খাওয়া নিষিদ্ধ। এগুলা বলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে গর্ভকালীন অবস্থায়

উত্তরদাতা:গর্ভকালীন অবস্থায় সাইড এফেক্ট

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু অন্য কোন রোগের ক্ষেত্রে

উত্তরদাতা:অন্য কোন রোগের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যদি তার মানে ভাইরাসের আক্রমনের মধ্যেও কিন্তু বিভিন্ন রকম আছে। ঠিক আছে। ঐ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেটা দরকার না। তো তারপরও ধরেন একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে ধরেন দশ বছর তার বয়স। সেই বয়স অনুপাতে তার এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বিধি জানতে হবে বা করতে হবে। সেক্ষেত্রে যদি আমরা মানে একটা স্বয়ংসর্ম্পূন মানে ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বছরের যে লোকগুলা আছে, সেক্ষেত্রে যদি ঐ বাচ্চাটারে ঐটা দিই তাহলে তো সাইড এফেক্ট আছেই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে বেশী হয়ে গেল।

উত্তরদাতা:তার ওজন হিসাবে মানে এই এন্টিবায়োটিকের প্রয়োগ ব্যবহার বিধি জানতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এইযে যদি দশ বছরের বাচ্চাকে

উত্তরদাতা মেডিসিনটা আমরা দিই

প্রশ্নর্কতা:দিয়ে থাকেন, তার মানে ইয়ে বেশী হয়ে গেল তার জন্য।

উত্তরদাতা:হ্যা। সাইড এফেক্ট হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:সাইড এফেক্ট কি হতে পারে?

উত্তরদাতা:সাইড এফেক্ট বলতে সে হার্ট ফেইল করতে পারে। এবং সে, এমন আছে যে, সে মারাও যেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। তারপর এটার মোকাবেলা কিভাবে করেন?

উত্তরদাতা:মোকাবেলা বলতে আমরা গ্রামে চিকিৎসা করি, অত রিস্কে যাইনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:অত রিস্কে তো আমরা যাইনা। উপরের যারা আছে, তারা এটার মোকাবেলা করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এই ইয়ে করার জন্য যখন

উত্তরদাতা:বা দেখি যে, হ্যা, সাইড এফেক্ট করেই ফেলছে, তখন মেডিসিন আছে। ঐ মেডিসিন আমরা ব্যবহার করি। প্রাথমিক চিকিৎসাটা দিই যে দেখি ভালো হয় কিনা। যেমন---- এটা আমরা প্রয়োগ করি। বা লেসিক, এটা প্রয়োগ করি।৪৪:০০

প্রশ্নর্কতা:এটা দিলে কি হবে?

উত্তরদাতা:এটা দিলে ঐটা সাইড এফেক্ট কেটে যাবে।

প্রশ্নর্কতা:ঐযে বেশী যেহেতু হয়ে গেছে

উত্তরদাতা:বেশী হয়ে গেলে যদি পাওয়ারফুলে যায়, দেখা যায় বাচ্চাটা মানে শরীর নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে যে ওর হার্টবিটটা বন্ধ একদম কমে যাচ্ছে। তখন এটা নির্নয় করার পরে দেখি যে কি মেডিসিন খায়লো, সেটার উপর ভিত্তি করে তখন আমরা ঐ ঔষধ ব্যবহার করি। তারপর দেখা যাচ্ছে যে, হ্যা, সে পরবর্তীতে ভালো হয়ে যাচ্ছে। আধাঘন্টার মতো ধরেন যে দেখি। যে আধাঘন্টায় যদি তার জ্ঞান না ফিরলো, ধরেন হার্ট ফেইল করলো. সে আধাঘন্টার মধ্যে যদি তার জ্ঞান না ফিরলো, তারপর আমরা রেফার করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কোথায় রেফার করেন সাধারনত?

উত্তরদাতা:সাধারনত কাছেই করি ধরেন টাঙ্গাইলে আছে। টাঙ্গাইলে করি।

প্রশ্নর্কতা:টাঙ্গাইলে কোথায়?

উত্তরদাতা:টাঙ্গাইল সেবাতে, সোনিয়াতে তারপর আপনার ঢাকাতে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি নিজে কোথায় কোথায় করেন রেফার এই রোগীদেরকে? ধরেন আপনার কাছে আসার পরে যদি রেফার করার দরকার পড়ে

উত্তরদাতা:দরকার যদি মনে করি তাহলে বেশীরভাগ ধরেন সেবাতে ধরেন সেবাতে, সোনিয়াতে তারপর সাভারে। এখানেই করি বেশী। তারপরে ওরা যা চিকিৎসা দেওয়ার দেয়। ৪৫:০০

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম আমি আরেকটু জানতে চাচ্ছি একটু আগে আপনি বলছিলেন শুরুর দিকে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। এই এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিনিসটা কি?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট বলতে যদি একটা ধরেন আপনার একটা প্রবলেম হলো। ঠিক আছে? প্রবলেম হওয়ার কারনে আপনি সাতদিন খায়লেন। কাজ করলোনা। চৌদ্দদিন খায়লেন। কাজ করলোনা। একুশ দিন খায়লেন। কাজ করলোনা। তখন কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট নাই।

প্রশ্নর্কতা:রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে?

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। তখন ঐটা আমরা ধারনা করি। ধারনা করি যে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ধারনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রোগীটাকে রেফার করি যে আপনি একটু বডিটাকে চেক দেন। তখন বডিটাকে চেক দিলে পাকস্থলির যে ইয়া আছে, ঐটা চেক দিলে বোঝা যায় যে, সত্যি রেজিস্ট্যান্ট হয়ছে কিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। হ্যা। তার মানে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে যদি আমি ঔষধ থায়তে খায়তে, এটা কি ঠিকভাবে খাওয়া বললেন মানে সাতদিন খায়লো তারপর চৌদ্দদিন খায়লো।

উত্তরদাতা:ঐযে মাঝেমধ্যে যে গ্যাপ, গ্যাপ আছে। কিছু কিছু লোক আছে যে সাতদিন খায়লাম, ভালো হইলাম। বা চৌদ্দদিন খেলাম, ভালো হয়ে গেলাম। আর মানে খাওয়ার প্রয়োজন মনে করলোনা। ডাক্তারের কাছে ধরেন গেলনা। তার পরার্মশ নিলনা। তখন কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে পনের দিন বা বিশ দিন বা একমাস পর আবার ঐ সমস্যা দেখা দিল। তখন কিন্তু আবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগে। তো আবার ধরেন খায়লো। চৌদ্দদিন খাযলো। তারপরেও ভালো হয়তেছেনা। তখন আবার ডাক্তারের কাছে যেয়ে পরার্মশ নিবে তখন কিন্তু পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে সেটা করা হয়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন এই যে সাত বা চৌদ্দদিন খায়, এর মাঝখানে সে দুই একদিন মিস যায়

উত্তরদাতা:গ্যাপ গেল।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। মিস দেওয়ার কারনে তার এই সমস্যাগুলো হয়।

উত্তরদাতা:সমস্যাগুলো হয়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে, হ্যা বলেন।

উত্তরদাতা:তারপরে ধরেন এমনে সাধারন, এন্টিবায়োটিকেই শুধু রেজিস্ট্যান্ট হয়, তাও না। এমনি যে সাধারনত ঔসধগুলা আছে, যেমন আপনার অমিলক, ইসুমিলক। এগুলো বা রেনিটিডিন গ্রুপ, ঠিক আছে, এগুলা আছে। আমরা গ্যাসের জন্য যেগুলা ব্যবহার করি, এগুলাও। বা ডনপিরিডন, যে মানে প্রত্যেকটা মেডিসিনই, দীর্ঘদিন যদি কেউ খায়, সেটাকে রেজিস্ট্যান্ট নেয়। বডিতে পরবর্তীতে চেক দেয়না। ধরেন সাধারনত সার্জেলের কথাটাই বলি। ধরেন সার্জেল আপনি দীঘদিন ধরে একটা রোগী খাচ্ছে। ধরেন দুই বছর বা তিন বছর এরকম খাচ্ছে। তারপরও পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে সেটা কাজ করছেনা। কাজ না করার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা কি করতে হবে? সেটাকে পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তন করে হয়তোবা প্রবিটর খায়তে পারে। নয়তোবা ম্যাক্সপ্রো খায়তে পারে। এরকম আরকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা পরিবর্তন করছে কি গ্রুপটা পরিবর্তন করছে নাকি কি?

উত্তরদাতা:হ্যা। গ্রুপটা চেঞ্জ করা লাগে।

প্রশ্নর্কতা:গ্রুপ চেঞ্জ করা লাগে।

উত্তরদাতা:গ্রুপ চেঞ্জ করা লাগে। যেমন, ধরেন সেকলো। সেকলো হলো আপনার অমিপ্রাজল গ্রুপ। ধরেন দীঘদিন যাবত খাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা গ্যাস্ট্রিক নির্মুল করতে পারছেনা। তখন আমরা ইসুপ্লাজম বা পেন্টোপ্লাজম এগুলি দিয়ে থাকি। দেখা যাচ্ছে সেটা দিলে ভালো রেজাল্ট আমরা পাইতেছি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কি পাওয়ার একটু বেশী?

উত্তরদাতা:হ্যা। পাওয়ার কম বেশী আছে। ধরেন সেকলোর পাওয়ার আছে টোয়েন্টি। টোয়েন্টি আছে, ফোরটিও আছে। তারপর আপনার ঐ সার্জেলও ঐরকম।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। শুধু গ্রুপটা চেঞ্জ করে দেন আরকি।

উত্তরদাতা:গ্রুপ চেঞ্জ করা লাগে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন এইযে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, শুধু এন্টিবায়োটিকের না অন্য ঔষধেরও রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়।

উত্তরদাতা: মানে অন্য ঔষধেরও রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন সে অন্যান্য ঔষধগুলো দীঘ দুই বছর ধরে খায়লো। ঠিক মতোই খায়ছে। তাহলেও কি রেজিস্ট্যান্স হবে?

উত্তরদাতা:তারপরও হয়।

প্রশ্নর্কতা:তারপরও হয়। যেহেতু দীর্ঘ সময় খায়ছে।

উত্তরদাতা:দীঘ সময় খায়। ধরেন সাধারনত একটা ভিটামিনই ধরেন। ধরেন ই ক্যাপ। এটা কিন্তু ভিটামিন ই।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:এটা ধরেন আপনার, খাওয়ার নিয়ম একমাস। একমাস খায়লে দুইচার মাস আর খায়তে পারবেননা। যদি রিগুলার ধরেন তিনমাস খাযলেন। তিনমাস খাওয়ার পর কিন্তু আপনার সাইড এফেক্ট দেখা দিবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:অথবা বুক ব্যথা করতে পারে। অথবা মাথা ঘুরাতে পারে। মানে পেট ব্যথা করতে পারে। বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এগুলা সমাধান কি?

উত্তরদাতা:এগুলার সমাধান হলো আপনার নিয়মমতো খাওয়া।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঐযে একমাস বললেন। একমাসই খাওয়া।

উত্তরদাতা:একমাসই খাওয়া লাগবে। অবার পরবর্তীতে আবার সে খায়তে পারবে। ছয়মাস পরে খায়তে পারবে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। এটা কি পরবর্তীতে কি আমি আবার আপনার থেকে জিজ্ঞেস করে খাবো নাকি আমি নিজেই তো জানি যে এটার জন্য এটা খায়।

উত্তরদাতা:না। এটার জন্য এটা খায়, খায়লে তো এটা আপনার মনগড়া হলো। কিন্তু ডাক্তারের পরার্মশ নিয়ে তো খায়তে হবে।যে আমি এটা খাইছি এতদিন, খায়য়া আমার ভালো লাগছে। বা আমার চুল পড়াব বন্ধ হয়ছে। বা ত্বক ভালো হয়ছে। কিন্তু এগুলা কিন্তু ই ক্যাপটা খাওয়া হয় সাধারনত ত্বক ভালো রাখার জন্য এবং আপনার চুল পড়াব বন্ধ করে। এগুলার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু বেশী খায়লে বলতেছেন সাইড এফেক্ট

উত্তরদাতা:বেশী খায়লে সাইড এফেক্ট আছে।

প্রশ্নর্কতা:সাইড এফেক্ট কি ধরনের হতে পারে?

উত্তরদাতা:সাইড এফেক্ট কি ধরনের হতে পারে বলতে আপনার মাথা ঘুরাতে পারে। বমি ভাব হতে পারে। পেটে ব্যথা করতে পারে। এরকম সমস্য হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে যেহেতু একটা সমস্যা হয়ে গেল, সমাধান কি হতে পারে?

উত্তরদাতা:সমাধান ঐযে বললাম

প্রশ্নর্কতা:ঠিকভাবে খাওয়া

উত্তরদাতা:একটু আগে ঠিকভাবে খাওয়া। সঠিক নিয়মে৫০:০০

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু অলরেডি আমার হয়ে গেছে ধরেন

উত্তরদাতা:হয়ে গেছে। ধরেন অলরেডি হয়ে গেছে। তাহলে আমরা সাইড এফেক্ট কাটার জন্য ঐ ট্যাবলেটই হোক আর ইনজেকশনই হোক এগুলা ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:অন্য?

উত্তরদাতা:অন্য গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এন্টিবায়োটিক ঔষধের যখন রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়, এটা তো বললেন যেগুলা এন্টিবায়োটিক না আরকি। এন্টিবায়োটিক ঔষধের যখন রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়, এটা বন্ধ করার জন্য কি করতে পারি? এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বন্ধ করার জন্য কি করতে পারি? যেন না হয় আরকি, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যেন কারো এরকম না হয়।

উত্তরদাতা:সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। ডাক্তারের কাছে পরার্মশ নেওয়া।

প্রশ্নর্কতা:সেটা কে করবে? রোগী?

উত্তরদাতা:রোগী করবেনা। ডাক্তার করবে।

প্রশ্নর্কতা:ডাক্তার কিভাবে এখানে ভুমিকা রাখবে?

উত্তরদাতা:পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে হবে যাতে রেজিস্ট্যান্ট না হয়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা: পরীক্ষা নীরিক্ষান মাধ্যমে এগুলা সমাধান দিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঠিক আছে। আচ্ছা। এইযে রোগীদেরকে নিয়মানুযায়ী সঠিকভাবে যে খাওয়ার নিয়ম, এন্টিবায়োটিক খাওয়ার নিয়ম। ধরেন আপনি বললেন সাতদিন। একটা বা দুইটা খায়তে হবে। এই যে, একটা দুইটা খাওয়া, মাঝখানে যেন মিস না দেয়, এটার জন্য কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় রোগীরা খায়তে গিয়ে?

উত্তরদাতা:দেখা যাচ্ছে যে সঠিক সময়ে সঠিক সময়ে সবকিছু খায়লে নিয়মমতো যদি রোগীরা খায়, তাহলে তো সে রেজাল্টটা ভালোই আসে। ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে যে সে নিয়মমতো সে খায়তে পারলোনা। হয়তো বা অর্থনৈতিক সার্মথ্য নাই, খায়তে পারলোনা। অথবা মনের ভুলে সে খায়তে পারলোনা। তাহলে তোর সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। তাইনা?

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে রোগীরা অনেক সময় খায়না, চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তাদের ফিন্যান্সিয়াল ,মানে আর্থিক অবস্থা না থাকা

উত্তরদাতা:আর্থিক অবস্থার কারনে।

প্রশ্নর্কতা:আর মাঝে মাঝে হচ্ছে ওরা ভুলে যায়।

উত্তরদাতা:মাঝে মাঝে ভুলে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আর এরকম আর কি কি হতে পারে চ্যালেঞ্জ ওদের খাওয়া সঠিকভাবে?

উত্তরদাতা:আবার প্রশ্নটা করেন?

প্রশ্নর্কতা:মানে সঠিকভাবে যে খাবে, যেন খায়তে পারে, এটার জন্য সে অনেক সময় এগুলো মিস দিচ্ছে। এইযে মিস দেয়, আপনি বললেন যে কারন হচ্ছে আর্থিক

উত্তরদাতা:আর্থিক সমস্যা।

প্রশ্নর্কতা:আরেকটা বললেন হচ্ছে ভুলে যায়।

উত্তরদাতা:ভুলে যায়।

প্রশ্নর্কতা:এছাড়া আর কি কারন হতে পারে? আর কি কারনে তারা খায়না?

উত্তরদাতা:এরকমই। আর অন্য কোন তো কারন নাই। তার কারন দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক সমস্যার কারনে সে কিনতে পারলোনা,খায়তে পারলোনা। হঠাৎ ভুলে গেল। খায়তে পারলোনা। এইতো।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু ধরেন এরকম কি কখনো হয় যে, আমি জানি, সবই জানলাম। আমাকে ডাক্তার বলছে ঔষধ তিনদিনের। আমার সার্মথ্য আছে কেনার। কিন্তু আমি হচ্ছে একদিন খাওয়ার পরে আর খাইলামনা।

উত্তরদাতা:সেটা তার গাফিলতি।

প্রশ্নর্কতা:এরকম হয় কিনা?

উত্তরদাতা:এরকম হয়। এরকমও হয়। হয়না যে কথা না। এরকমও হয়।

প্রশ্নর্কতা:এরকমও হয়। না? আচ্ছা। আমার মনে হয় হচ্ছে এই

উত্তরদাতা:ইনফেকশন জাতীয় ইয়ে

প্রশ্নর্কতা:এবার হচ্ছে যে ইয়ে, পলিসি সর্ম্পকে একটু কথা বলবো আরকি আপনাদের এখানে যে পলিসি গুলো আছে ঐ সর্ম্পকে। কোন ধরনের কি এন্টিবায়োটিক পর্যবেক্ষন করার জন্য কোন পর্যবেক্ষক বা এরকম কোন কমিটি আছে আপনাদের এখানে? সংস্থা সর্ম্পকে আপনি জানেন কিনা?

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নর্কতা:আছে। না? এদের কাজ কি? মানে কোথায় এরা কে?

উত্তরদাতা:টাঙ্গাইলে আছে।

প্রশ্নর্কতা:টাঙ্গাইলে? এখানে আসে আপনার এখানে?

উত্তরদাতা:মাঝেমধ্যে আসে। এখানে আসেনা। ধরেন আপনার টাঙ্গাইলে শাখা আছে। ধরেন ঐখান থেকে ইয়ে করে আরকি। আমাদের যদি কোন প্রবলেম হয়, তো উনাদের জানাই। জানালে উনারা ঐ প্রবলেমটা সলভ করে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা এন্টিবায়োটিক পর্যবেক্ষক সংস্থা। কি সংস্থা বলে ওদেরকে?

উত্তরদাতা:মেডিসিন ইয়ার সংস্থা আরকি। মেডিসিনের ইয়া।

প্রশ্নর্কতা:মেডিসিনের?

উত্তরদাতা:হ্যা। মেডিসিনের মানে থিউরিটা ঐটা ইয়ে করে। এটাকে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বলা হয়।

প্রশ্নর্কতা:এরা কি ডাক্তার?

উত্তরদাতা:না। ওরা মেডিসিনের উপর ইয়ে হলো আপনার পরীক্ষা নীরিক্ষা করে।

প্রশ্নর্কতা:তো এই আপনার এখানে আসে এরা?

উত্তরদাতা:না। এখানে আসেনা। হয়তো ধরেন বাঁশতৈল আছে। ধরেন মাঝেমধ্যে আমাদের হলো ডাকে উনারা। ডাকে, মিটিং হয় আরকি। মিটিঙে ওরা বুঝায়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু পর্যবেক্ষন করার জন্য ধরেন আপনার এখানে এন্টিবায়োটিক পর্যবেক্ষন করার জন্য কোন সংস্থা থেকে কেউ আসে কিনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আসেনা। না?

উত্তরদাতা:না। আমরা এমনি ধরেন উপরের লোক আছে। ওরা যখন ইয়ে করে, আমাদের ডাকে। ডাকলে পরে যেকোন জায়গায় আমরা সম্মিলিত হই প্রত্যেকটা ডাক্তারই। তখন উনারা আরকি এটা বুঝায়ে দেয় যে, কিভাবে কি করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু আপনার দোকানে এসে পর্যবেক্ষন করতে আসেনা।

উত্তরদাতা:না। দোকানে পর্যবেক্ষন করতে আসেনা।৫৫:০০

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার সর্ম্পকিত আরকি এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বা বিক্রি সংক্রান্ত কোন সরকারি কোন নীতিমালা আছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এরকম নাই?

উত্তরদাতা:এরকম নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এইযে এন্টিবায়োটিক বিক্রি করার জন্য বা এন্টিবায়োটিক কোন রোগীকে প্রেসক্রিপশন করার জন্য কোন ধরনের নৈতিক বিধিমালার প্রয়োজন আছে কিনা আচরনবিধির? মানে কোন নীতিমালা থাকা দরকার কিনা?

উত্তরদাতা:নীতিমালা থাকা অবশ্যই দরকার।

প্রশ্নর্কতা:কেন? এটা কেন মনে হলো যে দরকার?

উত্তরদাতা:দরকার এই কারনে, তার কারন একটা রোগীর ক্ষেত্রে যদি আমরা ঠিকভাবে রোগীকে মেডিসিন প্রয়োগ না করি বা দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োগ করার মাঝে দেখা যাচ্ছে যে, কোন সমস্যা হলো। তাহলে আমাদেরও সেটার খেসারত করতে হবে। খেসারত করতে হবে না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:ধরেন একটা রোগীর মেডিসিন দিলাম। তো ঐটা খায়য়া সমস্যা হলো। খায়য়া তারপর দেখা যাচ্ছে যে তারা, আমাদের কমিটি আছে। ঐ কমিটির কাছে অবজেকশন দিলে তো সেটার কিন্তু খেসারত দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এজন্যই যে আপনি মনে করেন যে, থাকা দরকার।

উত্তরদাতা:থাকা দরকার।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে থাকলে ইয়া হবে, উপকার কি হচ্ছে আপনার?

উত্তরদাতা:উপকারতো অবশ্যই হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা কোন দিক থেকে?

উত্তরদাতা:ধরেন আমরা মেডিসিনগুলো যে বিক্রি করতেছি, শুধু তো বিক্রি করলেই তো চলবেনা। বিক্রি করলে চলবেনা, রোগতো ভালো হতে হবে। রোগ যদি ভালো না হয়, তাহলে তো আমাদের নামে অবজেকশন আসবেই। আসবে না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:তো এজন্যই সর্বক্ষেত্রেই নিয়মনীতির মধ্যে চলাই ভালো। এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই নিয়মনীতি আছে। নিয়মনীতি থাকা ভালো। মেডিসিন বিক্রি করি। বিক্রিরও কিন্তু অনুমোদন আছে। অনুমোদন ছাড়া কিন্তু আমরা বিক্রি করতে পারিনা। সব মেডিসিন কিন্তু আমাদের বিক্রি করা ইয়ে নাই। ল এ নাই।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। হ্যা। তাহলে আপনি বলতেছেন হচ্ছে এটা যে ইয়ে, সেটা বলতেছেন যে, একটা নীতিমালা থাকা ভালো।

উত্তরদাতা:হ্যা। নীতিমালা থাকলে ভালো। মানে নীতিমালা অবশ্যই আছে। প্রত্যেকেই আমরা নীতিমালা মোতাবেকই চলি। প্রত্যেক আমরা পল্লী চিকিৎসক যারা আছি, ব্যবহার জানি। এবং ব্যবহার না জানলে হয়তোবা অন্যকারো কাছে জিজ্ঞেস করি। যে এটা কিভাবে মানে ব্যবহার করতে হয়বো। ঠিক আছে। আমাদের উপরেও তো আছে। আমাদের উপরে স্যাররা আছেন না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। অবশ্যই।

উত্তরদাতা: উনাদের কাছে জিজ্ঞেস করি। উনাদের পরামর্শে চলি। এইতো।

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম কি আপনাদের এলাকায় এরকম কি আছে বা আপনার এলাকায় বা আপনার জানামতে কারন আপনার তো র্দীঘ সময়ের অভিজ্ঞতা আরকি। এই আলোকেই একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে অযৌক্তিভাবে অনেকেই হচ্ছে এন্টিবায়োটিক দেয়।

উত্তরদাতা:ব্যবহৃত করে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। এরকম করে থাকে, কেন ওরা করে থাকে? মানে কেন মনে হয়?

উত্তরদাতা:অযৌক্তিভাবে মেডিসিন ব্যবহার করে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক আরকি।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকও ব্যবহার করে, অন্যান্য বিভিন্ন ঔষধও আছে। যেমন ওগুলাও ব্যবহার করে। হয়তোবা কেউ জানে। ব্যবহারবিধি জানে। কেউ না জেনেও করে, কেউ জেনেও করে। এরকম আছে। একেবারে যে নাই, সেটা কোন প্রশ্ন না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো বললেন এইযে অনেকেই জেনে করে।

উত্তরদাতা:জেনে করে। আবার অনেকে না জেনেও করে। না জেনেও করে।

প্রশ্নর্কতা:না জেনে করে সেটা না হয় বুঝলাম যে সে না জেনে করে। কিন্তু জেনে যে করে সে কেন জেনে করে? এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি। আপনার কি মনে হয়? কারন আপনার তো এই বিষয়ে এই লাইনে ধারনা আছে।

উত্তরদাতা:একটু আগে আমি বলছি যে, মেডিসিন আমি বিক্রি করি। ঠিক আছে। প্রেসক্রিপশন ছাড়া মেডিসিন বিক্রি করা প্রত্যেকটা পল্লী চিকিৎসকের নিষিদ্ধ। প্রেসক্রিপশন ছাড়া মেডিসিন বিক্রি করা প্রত্যেকটা ইয়ের মানে নিষিদ্ধ তবু আমরা বিক্রি করি। কেন বিক্রি করি, পাবলিকের সুবির্ধাথে। ধরেন প্রেসক্রিপশন আনতে সে ভুলে গেছে। যে আমাকে দুইটা সার্জেল দেন। কিন্তু আমরা দিয়ে থাকি। দিয়ে থাকি এই কারনে যে সে আসলে মানবতার খাতিরেই হোক, এলাকার স্বার্থেই হোক মানে সবসময় নিতেছে। ধরেন একদিন আমার প্রেসক্রিপশনটা দেখলাম যে, অমুকে এই নামে প্রেসক্রিপশন এই মেডিসিন আছে। বা সে যদি আসে তাহলে আমরা দিয়ে থাকি। কিন্তু দিয়ে থাকি পাবলিকের সুবির্ধাথে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে বিক্রিও করতেছেনপ্রেসক্রিপশন ছাড়া এটার কারনে?

উত্তরদাতা: বিক্রিও করতেছি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এটার কারনে।

প্রশ্নর্কতা:তাদের সুবিধা যেন হয়।

উত্তরদাতা:সুবিধার কারনে। একবার আসলো। আবার দিত্বীয়বার আসা লাগে। প্রেসক্রিপশনটা না নিয়ে আসলে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি আরেকটা, যে হচ্ছে প্রেসক্রিপশন করতেছে আরকি , প্রেসক্রিপশন লিখতেছে বা মুখে দিচ্ছে।

উত্তরদাতা:মুখে দিচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন আমি আমার সিনটমগুলো এসে বললাম। আপনি আমাকে এন্টিবায়োটিক দিলেন। এইযে অযৌক্তিকভাবে, হয়তো আমার এন্টিবায়োটিকের দরকার নাই। এন্টিবায়োটিক তাও দিলেন। এরকম হয় কিনা?

উত্তরদাতা:এরকম ভুল মাঝেমধ্যে তো হয়ই। এমন না যে হয়না। হয়তোবা ভুলে মানে সে দিতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:ভুলে দিতে পারে।

উত্তরদাতা:ভুলে দিতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:জেনে দেয় কিনা? এানে ধরেন বিক্রি, কোন সুবিধা, সুবির্ধাথে আরকি, অন্য সুবিধা

উত্তরদাতা:কিছু কিছু লোক আছে নিজের সুবির্ধাথেও দেয়। কিছু কিছু লোক আছে যে, টাকা বিক্রি করলে আমি টাকা পাবো, সেই সুবির্ধাথেও দেয়। কিন্তু সবাইতো আর দেয়না।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। সবাই দেয়না। এজন্য জানতে চাইলাম যে, আপনাদের এলাকায় আপনার জানা আছে কিনা এরকম থাকতে পারে। আর আপনার তো নিজেরই র্দীঘ সময়ের অভিজ্ঞতা। আপনি দেখছেন অনেক বেশী।

উত্তরদাতা:আছে এরকম।

প্রশ্নর্কতা:এরকম আছে। না? সে তার মানে অযৌক্তিভাবে যদি এন্টিবায়োটিক দিয়ে তাকে, অনেকে হচ্ছে ভুল করে দেয়।

উত্তরদাতা:ভুল করে দেয় আবার জেনেও দেয়।

প্রশ্নর্কতা:জেনেও দেয়।

উত্তরদাতা:কিন্তু তার রোগীর ক্ষতি হচ্ছে, তার তো হচ্ছেনা।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:রোগীর হচ্ছে ক্ষতি।

প্রশ্নর্কতা:সেটাই। কিন্তু

উত্তরদাতা:রোগী বুঝতেই পারছেনা যে আমার ক্ষতি হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। কারন সে কিভাবে বুঝবে?

উত্তরদাতা:তখন সে বুঝবে কখন? ছয়মাস একবছর পরে। সে বুঝবে যে আমার ক্ষতি হয়ছে। কিন্তু যখন কিনা উনি পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে যাবে, তখন কিন্তু ঠিকই ধরা পড়বে যে এই মেডিসিন খাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উনার এই সমস্যা হয়ছে। এটার ভুল পরে ধরতে হবে। মানে নগদে ধরতে পারবেনা যে এখন খাইলাম, এখনই আমার সমস্যাটা হলো। কিন্তু যখন তখন কিন্তু সমস্যা করেনা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে হচ্ছে যে নিজের আর্থিক সুবিধার জন্য অনেকে এন্টিবায়োটিকবিক্রি করে?

উত্তরদাতা:অনেকেই করে। বিক্রি করে।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার মতামত কি এই ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:আমার মতামত বলতে আমি এটা পছন্দ করিনা। তার কারন এটা ঠিকনা। টাকার জন্য মেডিসিন বিক্রি করা তো ঠিকনা। তার কারন দেখতে হবে আমার রোগীকে দেখতে হবে। যে আমার রোগীর লাগবেনা, সেটা দিবো কেন?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। সেটাই আরকি। তাহলে এইযে একটা ইয়া ভোক্তার অধিকার বলে একটা ইয়া আছে। এটার সর্ম্পকে আপনি জানেন কিনা? কনজিউমার রাইটস বা হচ্ছে ভোক্তার অধিকার। ক্রেতার যে অধিকারটা আছে, ঐ অধিকার সর্ম্পকে আপনি জানেন কিনা বা শুনছেন কিনা কোন, কোথাও?

উত্তরদাতা:প্রশ্নটা বুঝি নাই।

প্রশ্নর্কতা: ভোক্তার অধিকার

উত্তরদাতা:হ্যা, অধিকার

প্রশ্নর্কতা:যে ক্রেতা, তার অধিকার, এই শব্দটা আপনি শুনছেন কিনা, এই টার্মটা?

উত্তরদাতা:হ্যা। শুনছি।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কি? কি শুনছেন এটা সর্ম্পকে?

উত্তরদাতা:অধিকার, প্রত্যেকটা ক্রেতারই তো অধিকার আছেই। বিক্রেতারও অধিকার আছে। ক্রেতারও অধিকার আছে। অধিকার কিন্তু কারো কম কারো বেশী। বেশী কিরকম, কম যেমন ক্রেতার অধিকার আর বিক্রেতার অধিকার। ধরেন বিক্রি মেডিসিন কিন্তু বিক্রি করতেছি আমি। আর ক্রেতা কিনতেছে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:প্রত্যেকটা মানে রোগীর ক্ষেত্রেই একটা মানে পল্লী চিকিৎসকই বলেন আর উপরের লেবেলের যারা আমাদের স্যাররা আছেন, উনাদের ক্ষেত্রেই বলেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু অধিকার আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ক্রেতার কি কি আছে?

উত্তরদাতা:ক্রেতার অধিকার বলতে এখানে ধরেন বললো আইসা যে আমার এই সমস্যা হয়ছে। এই সমস্যা হয়ছে, তাহলে আমাকে দেখে কিছু মেডিসিন আমাকে দেন। সে অধিকার তো উনার অবশ্যই আছে। অধিকার আছে না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:সর্ম্পূনভাবেই আছে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। সে ঔষধ চাইতেই পারে।

উত্তরদাতা:চাইতেই পারে। বা নিতেই পারে। আমি দিতেই পারি।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে হচ্ছে তার যেকোন ঔষধ চাওয়ার অধিকার আছে?

উত্তরদাতা: অধিকার আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে আরেকটু জানতে চাচ্ছি প্রেসক্রিপশন লেখার সময় বা প্রেসক্রিপশন মুখে দেওয়ার সময় মানে মৌখিকভাবে প্রেসক্রিপশন করলাম আরকি, ঔষধ দিলাম। এক্ষেত্রে কিরকম আপনি পরার্মশ দিবেন যাতে হচ্ছে রোগীরা সঠিকভাবে এন্টিবায়োটিকটা খেতে পারে? মানে ধরেন ঐযে দুইদিন খেতে হবে। দুইদিনই যেন খায়। দুইদিন দুইবেলা করে খায়তে হবে। দুই বেলা করেই যেন খায়। এই সঠিক নিয়মটা ফলো করার জন্য প্রেসক্রিপশনে আর কিভাবে লিখলে রোগীরা এটা ইয়ে করবে? গুরুত্ব দিবে? আপনার পরার্মশ জানতে চাচ্ছি আরকি।

উত্তরদাতা:যদি একটা রোগীকে আমরা ঔষধ দিই তখন প্রেসক্রিপশন করি। প্রেসক্রিপশনে নিয়ম তো বলেই দিই বা লিখে দিই। তারপর বাংলাতেও আমরা রেখে দিই। বা সাথে যদি তার কোন লোক আসে, তাকেও বলে দিই যে এভাবে এই নিয়মমাফিকভাবে চলবেন। এটা এটা করবেন। সব কিছু আমরা মুখেও বলে দিই। অতএব, কাগজে লিখেও দিই। প্রেসক্রিপশন এর নীচে আমরা লিখে দিই। এটা খাওয়া যাবেনা, কি কি বর্জন করে চলতে হবে আর কিভাবে মানে খায়তে হবে বা কি খাবেনা, সেগুলো আমরা লিখে দিই। অতএব, আবার মুখে বলেও দিই।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। এখন আরেকটু ভালোভাবে যেন সবাই মনে রাখতে পারে যে, না, এটা গুরুত্ব দিয়ে যেন খায় আরকি। এটার জন্য কি লেখা যায়? ইয়ার মধ্যে, প্রেসক্রিপশন এর মধ্যে? তাহলে ওরা আরেকটু গুরুত্ব দিবে? ঠিকভাবে কথাটা শুনবে মানে অবহেলা করবেনা। আপনার পরার্মশ আরকি জানতে চাচ্ছি এই ক্ষেত্রে। কি পরামর্শ দেন আপনি কিভাবে লিখলে ওরা শুনবে?

উত্তরদাতা:কিভাবে বলতে যখন প্রেসক্রিপশন করি আমরা তখন তো মানে নিয়মকানুন কিন্তু বিধিবিধান সবকিছু লিখেই দিই। তারপরও কিন্তু নীচে লিখে দিই বাংলায় যে, এটা খাবেন এটা খাবেননা। এভাবে চলবেন। এভাবে চলবেন না। সবকিছু কিন্তু আমরা মুখেও বলে দিই, লিখেও দিই। ওরা ঐ ভাবে উনারা গুরুত্ব দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে মুখে বললে বেশী গুরুত্ব দেয় ওরা নাকি লিখিতভাবে বেশী গুরুত্ব দেয়?১:০৫:০০

উত্তরদাতা:দুইভাবেই দিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনি তো দুইভাবে দেন। কিন্তু ওরা বেশী কোনটাকে ইয়ে করে?

উত্তরদাতা:আসলে কথা হলো কি যখন কিনা একটা রোগীকে প্রেসক্রিপশন করি তখন বেশীরভাগ প্রেসক্রিপশন করি, ঠিক আছে। লিখে দিই, সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু কাগজটাকে ফলো করেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:দেখা যাচ্ছে কাগজটাকে ফলো করেনা। যে দেওয়ার পরেও কিন্তু মেডিসিনটার মধ্যে কিন্তু ঐযে বাংলায় লেইখা ধরেন প্রত্যেকটা মেডিসিনের গায়ে কিন্তু আমরা স্টেবল দিয়া মেশিন দিয়া ঐটা গায়ে লাগাইয়া দিই। কিন্তু যখন কিনা ঐ লাগায়য়া দিই, তখন কিন্তু ঐ প্রেসক্রিপশনটা আর উনাদের প্রয়োজন হয়না। তখন কিন্তু ঐটা দেইখাই উনারা খায়। মুখে যে বইলা দিলাম, ঐটাকে স্মরন রাখে যে, হ্যা, এটা এটা খেতে বারন করছে। বা নিয়মমতো খায়তে হবে। সাতদিন পর যায়তে বলছে। যায়তে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মনে মুখের ইয়েটা বেশী ইয়ে করে।

উত্তরদাতা:বেশী গুরুত্ব দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:অনেকে তো দেখা যাচ্ছে গ্রামে অনেকে লেখাপড়া জানেনা। তাদেরতো মুখেই বলে দিতে হয়। তারা কাগজের লেখা বোঝেনা।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কি মনে হয় বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানিগুলো আছে না?

উত্তরদাতা:হ্যা। আছে।

প্রশ্নর্কতা:এই ঔষধ কোম্পানিগুলো কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে রোগীদেরকে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিনা এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে? উৎসাহিত করা।

উত্তরদাতা: উৎসাহিত বলতে যে মেডিসিন যারা দেয় আামাদের। বিভিন্ন কোম্পানির কোয়ালিটির লোক আছে। ধরেন ফার্মাসিস্টের লোক আছে। তারপর এমনিতে----১:০৬:৩০ লোক আছে। এরা আসলে আমাদের শুধু মেডিসিনই দেয়। ওরা রোগীকে কোন সাজেশন দেয়না।

প্রশ্নর্কতা:রোগীকে দেয় না?

উত্তরদাতা:না। সাজেশন দেওয়ার ইয়ে নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে আপনার কি মনে হয় যে রোগীরা এন্টিবায়োটিক কেনার ক্ষেত্রে আরকি ঐযে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বেশী যায় নাকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশী যায়?

উত্তরদাতা: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতেই বেশী যায়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে যায়না বা ঐরকম সাহায্য সহযোগীতা নাই।

প্রশ্নর্কতা:বলতেছেন সরকারিগুলোতে সুবিধা কম পায়, বেসরকারি গুলোতে বেশী যায়?

উত্তরদাতা:বেশী সুবিধা পায়। মানে টাকা যদি আপনার বেশীও লাগে, তাহরেও আপনার বেসরকারিতেই যায় মানে সুযোগ সুবিধা আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক কেনার ক্ষেত্রে আরকি।

উত্তরদাতা:হ্যা। এন্টিবায়োটিক কেনার ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ইয়া সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ওরা ঐযে আপনাদের মতো ড্রাগ শপগুলোতেই চলে আসে?

উত্তরদাতা:চলে আসে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এইযে কেন আপনাদের এখানে বেশী আসে উনারা ড্রাগশপগুলোতে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য।

উত্তরদাতা:কেন আসে?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। কারন সরকারিগুলোতেও কি এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায়না? সরকারি হসপিটালগুলোতে?

উত্তরদাতা:না। ঐভাবে পাওয়া যায়না। মানে যেটা প্রয়োজন ধরেন আমার যেটা প্রয়োজন, সেটাতো পাওয়া যায়না। তখন বাধ্যতামুলক মানে বেসরকারিভাবে কিনে নিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে তাদের এক প্রকার বাধ্য হয় যে এখানে আসতে?

উত্তরদাতা:হ্যা। এখানে আসতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে আপনার দোকনে তো অনেক ধরনের ঔষধ আছে। তো কিছু থাকে অনেক সময় এক্সপায়ার ডেট হয়ে যায়। ডেট এক্সপায়ার হয়ে যায়।

উত্তরদাতা:ডেট যদি এক্সপায়ার হয়, সেটা বাতিল।

প্রশ্নর্কতা:কি করেন? বাতিল

উত্তরদাতা:ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনি ফেলে দেন?

উত্তরদাতা:ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:কোথায় ফেলে দেন? এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো বিশেষ করে? বা নরমাল ঔষধগুলোই

উত্তরদাতা:আসলে এখানে তো ধরেন আমরা গ্রামে কাজ করি। সাধারনত এক্সপায়ার খুব কমই হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। যেগুলো হয় আরকি।

উত্তরদাতা:যেগুলো হয় সেগুলো ধরেন একটা গর্ত আছে, গর্তের মধ্যে ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:গর্তের মধ্যে? এটা কি কোন, আপনি নিজে করছেন নাকি এটা কোন ইয়ের, কোন পরার্মশে বা কেন গর্তের মধ্যে ফেলেন?

উত্তরদাতা:পরার্মশ বলতে আমি নিজেই মানে নিজের মধ্যে থেকেই এটা তৈরী আরকি। তার কারন এলোমেলোভাবে যদি ফেলে দিই হয়তোবা কেউ খেতেও পারে। খেয়ে তো মারাও যেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। আচ্ছা। এজন্য?

উত্তরদাতা:কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় রাখাই মানে ভালো।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ঐ গর্তের মধ্যে ফেলে দেন? নির্দিষ্ট গর্ত করা আছে।

উত্তরদাতা:হ্যা। করা আছে।

প্রশ্নর্কতা:তো এই ইয়া করার জন্য আর কোন কি ধরেন, ঐটা তো হচ্ছে এক্সপায়ার ডেট। এক্সপায়ার ডেটা ছাড়াও অনেক সময় ড্যাম হয়ে যায়, অনেক সময় ইয়ে হয়।

উত্তরদাতা:ঐগুলাও ফেলে দিই আমরা।

প্রশ্নর্কতা:ঐ একই জায়গায়?

উত্তরদাতা:একই জায়গায়।

প্রশ্নর্কতা:আর আপনার এখানে কি কোন এনিমেলের কি কোন ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:না। এনিমেলের নাই। তার কারন, এনিমেলের চিকিৎসক যারা তারাই রাখে এগুলা। এজন্য বললাম না কিছু কিছু ক্ষেত্রে সব মেডিসিন রাখার ল তে নাই। কিন্তু যদি বিক্রিও করে সেটা চুপেচাপে করে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আমি আরেকটু জানতে চাচ্ছি এটাতো বলছেন যে, আপনার বারো থেকে চৌদ্দ বছর হবে আপনার এই অভিজ্ঞতা। এছাড়া আপনি কি প্রশিক্ষন নিছেন, এটা একটু জানতে চাইবো। মানে

উত্তরদাতা:সাধারনত প্রশিক্ষন বলতে পল্লী চিকিৎসকের যে আপনার ইয়ে আছে প্যারামেডিকেল , ঐখান থেকে কিছুদিন আরকি ধরেন দুই বছরের কোর্স ঐখানে কমপ্লিট করা হয়ছে। আর প্রথমত কথা হলো, সবচেয়ে বড় কথা হলো আমার বাবার কাছে আমি শিখছি সবকিছু। আমার বাবাই ধরেন প্রথম ওস্তাদ আমার। উনার কাছেই সব প্রশিক্ষন প্রাপ্ত , তারপর দিত্বীয় কিছু করা লাগে মানে ফার্মেসি করতে গেলে যেগুলো করা লাগে, সেগুলো কর্তব্য মনে করেই সেগুলা করা হয়েছে।

প্রশ্নর্কতা:ঐযে প্যারামেডি করছেন দুই বছর?

উত্তরদাতা:প্যারা মেডিকেল কোর্স দুই বছর করা হয়েছে। তারপরে ধরেন এখানে যে ফার্মেসি করবো, সেটার অনুমোদন

প্রশ্নর্কতা:লাইসেন্স?

উত্তরদাতা:লাইসেন্স।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে কি সব লাইসেন্স আপনার দোকানের লাইসেন্স আছে?

উত্তরদাতা:ড্রাগ লাইসেন্স। লাইসেন্স আছে।

প্রশ্নর্কতা:আর ইয়া ড্রাগ লাইসেন্সও আছে?

উত্তরদাতা: ড্রাগ লাইসেন্সও আছে।

প্রশ্নর্কতা: ড্রাগ লাইসেন্স এর জন্য কি পরীক্ষা দেওয়া লাগে?

উত্তরদাতা: ড্রাগ লাইসেন্স এর জন্য ট্রেনিং আছে। ট্রেনিং নেওয়া লাগে। তারপর ফার্মাসিস্ট এর জন্য ট্রেনিং আছে। ট্রেনিং নিয়ে তারপর এগুলা পাইতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি এগুলা করছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। করছি।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে কি কি কোর্স করলেন তার মনে? প্যারামেডিকোর্স তারপর

উত্তরদাতা:প্যারামেডিকেল কোর্স, তারপর ড্রাগ লাইসেন্স এর জন্য আপনার

প্রশ্নর্কতা: ড্রাগ লাইসেন্স এর জন্য, এটা কয় মাসের?

উত্তরদাতা:ঐটা তিনমাসের।

প্রশ্নর্কতা:তিনমাসের ট্রেনিং।

উত্তরদাতা:তিনমাসের ট্রেনিঙে ধরেন ঐ ড্রাগ লাইসেন্স ইয়ে করা হয়েছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এরকম আর কি করছেন ট্রেনিং? কোন ট্রেনিং আছে কিনা?

উত্তরদাতা:না। দুইতিনটাই করছি আরকি। যেগুলা আমার ধরেন সর্বক্ষন সর্বসময় দরকার, ঐগুলাই।

প্রশ্নর্কতা:আর পড়াশুনা কতটুকু আপনার এমনি?

উত্তরদাতা:ইন্টারমিডিয়েট।

প্রশ্নর্কতা: ইন্টারমিডিয়েট। ইন্টারমিডিয়েট পাস। তারপরে এই দোকানের মালিক কে?

উত্তরদাতা:মালিক আমি।

প্রশ্নর্কতা:মালিক আপনি? মানে এই ইয়েটার মালিক আপনার? মানে কোন ইয়া বা ভাড়া এরকম না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আমার একটু ইয়ে ছিল। আপনার যে ঔষধগুলো পাচ্ছেন, এইযে ঔষধ আপনার কাছে আসতেছে, এই নেটওর্য়াক একটু জানতে চাচ্ছি। কোন মাধ্যমে আসতেছে এগুলো?

উত্তরদাতা:নেটওর্য়াক বলতে এগুলা, এখানে আমরা যায়য়া আনিনা। কিন্তু আমরা অর্ডার সেট করি। ঠিক আছে। অর্ডার সেট করলে উনারা এসে দিয়ে যায়। প্রত্যেকটা কোম্পানির লোকের সাথে যোডাযোগ আছে। যেটা দরকার হয় আমরা ঐটা মনে করেন ধরেন অর্ডার করি। যে আমার এগুলো দরকার।

প্রশ্নর্কতা:অর্ডারটা কিভাবে করেন?

উত্তরদাতা:অর্ডারটা উনারা আসেও। অথবা আমরা ফোনের মাধ্যমে করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ফোনে অথবা এসে নিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:তো ঔষধগুলো পাচ্ছেন কি ওরা কি এসে দিয়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: এসে দিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:এছাড়া আর কোন উপায়ে কি নেন আপনি?

উত্তরদাতা:যখন দেখা যাচ্ছে যে দুই একটা আমার শর্ট আইটেমের দরকার তখন আমাদের যে এলাকায় ধরেন ইয়া আছে। বাজার আছে। বাজার বলতে ধরেন পাইকারি সেলস ম্যান আছে। উনাদের কাছ থেকে আনা হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। উনাদের মাধ্যমেও আপনি

উত্তরদাতা:উনাদের মাধ্যমেও হয়।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি নিজে গিয়ে নিয়ে আসেন নাকি কিভাবে

উত্তরদাতা:মাঝেমধ্যে নিজেও যাই। আবার দেখা যাচ্ছে স্লিপ লিখে দিয়ে দিলে আবার আইনা দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আর এই ঔষধগুলো কোথায় বিক্রি তকরতেছেন?

উত্তরদাতা:গ্রামে। প্রত্যেকটা রোগীর

প্রশ্নর্কতা: প্রত্যেকটা রোগীর

উত্তরদাতা: প্রত্যেকটা রোগীর ক্ষেত্রে। যেহেতু কাজ করি গ্রামে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। সেটাও ঠিক। আর এক্ষেত্রে আপনার কাছে রোগী, পুরুষ রোগী বেশী আসে নাকি একটু আগে বলছিলেন যে, মহিলা রোগী বেশী আসে।

উত্তরদাতা:মহিলা রোগী বেশী। তার কারন মহিলা যেহেতু আমি। পুরুষও কেউ আসে কিন্তু তুলনামুলকভাবে মানে মহিলা রোগী চাইতে একটু কম।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনার এখানে ইয়া। তো এই ঔষধ নেয়ার জন্য কোন সময়টাতে বেশী আসে রোগীরা?

উত্তরদাতা:ধরেন আমি তো সকাল সাতটার দিকে ধরেন ফার্মেসি খুলি। ঠিক আছে। সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত ধরেন ইয়া থাকে। তারপর একটু দুপুর টাইমে বেচাকেনাটা একটু কম। রোগীর ইয়ে কম। আবার ধরেন চারটা থেকে সন্ধ্যা একবারে নয়টা পর্যন্ত।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে কি আপনার দোকান খোলা এবং বন্ধ হচ্ছে আটটা থেকে দশ, নয়,দশটা পর্যন্ত?

উত্তরদাতা:নয়টা অথবা দশটা উর্দ্ধে দশটা।

প্রশ্নর্কতা:নয়টা বা দশটা পর্যন্ত আপনার খোলা থাকে? আর আপনি আপনার দোকানে আরকি কি কি ধরনের এন্টিবায়োটিক আছে? আমি একটু ইয়েগুলি জানতে চাচ্ছি, নামগুলো। লিখে নিয়ে যাবো।

উত্তরদাতা:লিখবেন?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:লিখেন। ওরিসেফ।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ওরিসেফ। যদি একটু ইয়েটা দেখাতেন তাহলে আরেকটু ভালো হতো লিখতে আমার। ওরিসেফ।

উত্তরদাতা:লিখেন। আমি বলি, লিখেন। ওআরআই সিইএফ।

প্রশ্নর্কতা: ওআরআই সিইএফ। ওরিসেফ। এটা ইয়া

উত্তরদাতা:ট্যাবলেটও হয়, ইনজেকশনও হয়।১:১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা দুই ইয়েতেই হয়। না?

উত্তরদাতা:তারপর লিখেন সেফ- থ্রি।

প্রশ্নর্কতা:সেফ- থ্রি।

উত্তরদাতা:সি হবে। সি ই এফ।

প্রশ্নর্কতা:সেফ- থ্রি।

উত্তরদাতা:এটা হয় দুইশো হয় আর চারশো হয়। দুইশো মিলিগ্রাম আর চারশো মিলিগ্রাম।

প্রশ্নর্কতা:দুইশো অর চারশো।

উত্তরদাতা:চারশো। ইনজেকশনও হয়।

প্রশ্নর্কতা: ইনজেকশনও হয় এটা।

উত্তরদাতা: ইনজেকশনও হয়। তারপর ধরেন ইমাসেফ

প্রশ্নর্কতা: ইমাসেফ।

উত্তরদাতা:আই

প্রশ্নর্কতা:সিইএফ। সেফ।

উত্তরদাতা:দুনোটাই। ইনজেকশ, ইয়ে। চারশো, দুইশো।

প্রশ্নর্কতা:এন্ড ইনজেকশন। আচ্ছা। আর আছে?

উত্তরদাতা:রক্সিম।

প্রশ্নর্কতা:রক্সিম। আরওসি, এক্স?

উত্তরদাতা:জে। আইএম।

প্রশ্নর্কতা:রক্সিম।

উত্তরদাতা:দুইশো ধরেন আড়াইশো, পাঁচশো।

প্রশ্নর্কতা:আড়াইশো, পাঁচশো। না?

উত্তরদাতা:হ্যা। আবার ইনজেকশনও আছে।

প্রশ্নর্কতা:ও। এটা ট্যাবলেট আর ইনজেকশন আরকি।

উত্তরদাতা: আরো লিখবেন?

প্রশ্নর্কতা:আছে? মানে আপনার দোকানে কি কি আছে?

উত্তরদাতা:আমার দোকানে যেগুলা আছে, সেগুলাই বলতেছি।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ঐগুলাই।

উত্তরদাতা:তারপর লিখেন সেফট্রন।

প্রশ্নর্কতা:সেফট্রন?

উত্তরদাতা:সেফ্রন। সিইএফটিআরওএন।

প্রশ্নর্কতা:সেফট্রন।

উত্তরদাতা:দুইশো, চারশো। আবার ইনজেকশনও।

প্রশ্নর্কতা:একই?

উত্তরদাতা:একই। মানে এই গ্রুপ সব।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কি একই গ্রুপ?

উত্তরদাতা:একই গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:এগুলো কোন গ্রুপের সবগুলো?

উত্তরদাতা:গ্রুপটা পরে লিখেন। এটা আগে লিখে নেন?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তারপর ধরেন আছে কি ট্রাইজন।

প্রশ্নর্কতা:ট্রাইজন। টিআরআইজেডওএন।

উত্তরদাতা:মানে যেগুলা আছে আমার। ইনজেকশনও ধরেন ওয়ান গ্রাম আছে, পাঁচশো গ্রাম আছে আবার টু গ্রামও আছে।

প্রশ্নর্কতা:ট্যাবলেটও আছে, ইনজেকশনও আছে।

উত্তরদাতা: ট্যাবলেটও আছে, ইনজেকশনও আছে। এটা কিন্তু আবার ওয়ান গ্রাম টু গ্রাম, পাঁচশো মিলি এগুলা মানে পর্যায়ক্রমে মানে ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু কইরা

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আরো আছে?

উত্তরদাতা:আরো আছে এক্সন। এএক্সওএন।

প্রশ্নর্কতা: এএক্সওএন। আচ্ছা।

উত্তরদাতা:ভার্টেক্স।

প্রশ্নর্কতা:ভার্টেক্স। ভিইআর

উত্তরদাতা:টিইএকস। ভার্টেক্স।

প্রশ্নর্কতা:ভার্টেক্স।

উত্তরদাতা:এটা ইনজেকশন ডিআইসিই

প্রশ্নর্কতা:ডিআইসিইপিএইচ, ডিসেপিন। আর? এটা ইনজেকশন। না?

উত্তরদাতা:ইনজেকশন। এটা ট্যাবলেটও হয় ইনজেকশনও হয়। সব।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার কাছে কি ইনজেকশনটা আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। মানে যেগুলা আমি চালাই আরকি। যেগুলা আছে বর্তমানে, সেগুলাই বললাম।

প্রশ্নর্কতা:মানে এগুলাই তো আপনার কাছে আছে এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:এগুলো ছাড়া আর কোন এন্টিবায়োটিক আছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:নাই আর? এই কয়টাই?

উত্তরদাতা:আছে, নরমাল।

প্রশ্নর্কতা:নরমাল কোনগুলা আছে?

উত্তরদাতা:আরো আছে, আরো তো আছে দেখা যায়। সেকোক্লাভ আছে।

প্রশ্নর্কতা:সেকো?

উত্তরদাতা:ক্লাভ।

প্রশ্নর্কতা:এসই

উত্তরদাতা:এসইসিওসিএলএভি।

প্রশ্নর্কতা:সেকোক্লাভ।

উত্তরদাতা:তারপর আছে ভেক্ট্রিন আছে। ভেক্ট্রিন। ভিএসিকে

প্রশ্নর্কতা:টিআরআইএন।

উত্তরদাতা:হ্যা। জিম্যাক্স।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। এটা খুব পরিচিত। জিম্যাক্স।

উত্তরদাতা:মোটামুটি ধরেন কোম্পানির তো ইয়ার অভাব নাই। মেডিসিনের নামেরও অভাব নাই।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা ছাড়া আর আছে এখানে? কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:এগুলাই আছে। ট্রোসেফ।

প্রশ্নর্কতা:ট্রোসেফ। টিআরওসেইএফ।

উত্তরদাতা:টিও হবে। সিইএফ। এজোম্যাক্স।

প্রশ্নর্কতা:কি যেন বললেন।

উত্তরদাতা:এজোম্যাক্স।

প্রশ্নর্কতা:এজেডও

উত্তরদাতা:এমএসি।

প্রশ্নর্কতা:এমএসি।

উত্তরদাতা:এটা কিন্তু পাঁচশো, আড়াইশো। এরকম।

প্রশ্নর্কতা:এরকম।

উত্তরদাতা:আবার এটার মধ্যে কিন্তু পাথর্ক্য আছে। জিম্যাক্স এর মধ্যে পাথর্ক্য আছে। এজোম্যাক্স এটার মধ্যে কিন্তু এই দুইটা হলো একই। ঠিক আছে। আর আগে যে লেখা হয়ছে

প্রশ্নর্কতা:এই কয়টা। চৌদ্দটা পাইছি।

উত্তরদাতা:চৌদ্দটা পায়ছেন?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:তো আরো লিখতে পারেন? সমস্যা নাই।

প্রশ্নর্কতা:আরো আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। আরো আছে। বললাম না কোম্পানির অভাব নাই। ঔষধের নামেরও অভাব নাই।

প্রশ্নর্কতা:থাকলে বলেন। কি কি আছে?

উত্তরদাতা:চৌদ্দটা তো হয়ছেই। আর থাকনা।

প্রশ্নর্কতা:না থাকলে বলেন। যদি আপনার দোকানে থেকে থাকে আরকি।

উত্তরদাতা:ফ্লুক্সক্স লিখেন।

প্রশ্নর্কতা: ফ্লুক্সক্স।

উত্তরদাতা:তারপর আপনার থ্রি- সি।

প্রশ্নর্কতা:থ্রি- সি।

উত্তরদাতা:থ্রি লিখেন খালি। থ্রি লিখে সি লিখেন। এটাও এন্টিবায়োটিক?

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:তারপর আপনার জিফিক্স।

প্রশ্নর্কতা:জিফিক্স?

উত্তরদাতা:সেফাডিল।

প্রশ্নর্কতা:সেফাডিল?

উত্তরদাতা:সেফাডিল। আমাদের কুমুদিনি, কুমুদিনি ফার্মা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কুমুদিনির?

উত্তরদাতা:হ্যা। সেফ্রাড।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রাড।

উত্তরদাতা:জিমুরক্স।

প্রশ্নর্কতা:জিমুরক্স।

উত্তরদাতা:অনেক হয়ছে। মানে যেগুলা আছে আমার এগুলাই বললাম।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আমি এখান থেকে জানবো হচ্ছে এগুলা কোন জেনেরেশন? আপনি নাম বলেই গেলেন। আমি একটা এটা বলি। এইযে প্রথমটা আছে ওরিসেফ।

উত্তরদাতা:সেক্রিএক্সন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:না। গ্রুপটা পরে আসতেছি। আগে জেনেরেশনটা বলি। কোন জেনেরেশন এটা?

উত্তরদাতা:হায়ার এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:হায়ার এন্টিবায়োটিক, তাহলে কি এক দুই তিন, ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন

উত্তরদাতা:ফার্স্ট জেনেরেশন

প্রশ্নর্কতা: ফার্স্ট জেনেরেশন এটা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:নাকি সেকেন্ড, থার্ড

উত্তরদাতা:থার্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:থার্ড জেনেরেশন? আচ্ছা। এরকম জাষ্ট বলে গেলে হবে। সেফ- থ্রি কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:ঐ একই।

প্রশ্নর্কতা:থার্ড জেনেরেশন।

উত্তরদাতা:মানে যেগুলা বলছি

প্রশ্নর্কতা:ইমসেফ, ইমাসেফ?

উত্তরদাতা:একই সব। এগুলা একই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এইযে কোন পর্যন্ত ট্রাইজন পর্যন্ত একই?

উত্তরদাতা:ট্রাইজন। হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:একই?

উত্তরদাতা:একই।

প্রশ্নর্কতা:ওকে। সব থার্ড জেনেরেশন। আর এগুলো? এক্সন?

উত্তরদাতা:এক্সন। এটাও।

প্রশ্নর্কতা:এটাও থার্ড জেনেরেশন? আচ্ছা। ভার্টেক্স?

উত্তরদাতা:ভার্টেক্সও। এটাও।

প্রশ্নর্কতা:এটাও?

উত্তরদাতা:হ্যা। এটাও।

প্রশ্নর্কতা:আর জি ম্যাক্স?

উত্তরদাতা:এটা হলো টু।

প্রশ্নর্কতা:টু। আর টোসেফ?

উত্তরদাতা:টোসেফও?

প্রশ্নর্কতা:টু?

উত্তরদাতা:হ্যা। আবার ওয়ান জেনেরেশনও আছে অনেক।

প্রশ্নর্কতা:এজোম্যাক্স, এটা?

উত্তরদাতা:এটাও। আবার ওয়ান জেনেরেশনও আছে। যেমন

প্রশ্নর্কতা:এগুলো কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এগুলো থার্ড।

প্রশ্নর্কতা:থার্ড?

উত্তরদাতা:হ্যা। না। টু।

প্রশ্নর্কতা:টু।

উত্তরদাতা:থ্রি।

প্রশ্নর্কতা:থ্রি- সি হচ্ছে থার্ড জেনেরেশন

উত্তরদাতা:থার্ড। এটাও

প্রশ্নর্কতা:এটাও থার্ড জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:হ্যা। এটাও।

প্রশ্নর্কতা:সেফাডিল। থার্ড জেনেরেশন।

উত্তরদাতা:এটাও।

প্রশ্নর্কতা:আর এটা?

উত্তরদাতা:থার্ড।

প্রশ্নর্কতা:থার্ড জেনেরেশন। আর আপনার এখানে তো দেখলাম সবই সেকেন্ড জেনেরেশন আর থার্ড জেনেরেশন এর বেশী।

উত্তরদাতা:বেশী। তারপওে আপনার ওয়ান, ফার্স্ট জেনেরেশনও আছে।

প্রশ্নর্কতা:আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। আছে। ফাইমক্সিল।

প্রশ্নর্কতা:ও হ্যা। ফাইমক্সিল ফার্স্ট জেনেরেশন। আর ?

উত্তরদাতা:তারপর আর জেনামক্স।

প্রশ্নর্কতা:জেনামক্স। এটা কি ফার্স্ট জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:হ্যা। তারপরে আপনার ভেলুজেন।

প্রশ্নর্কতা:ভেলুজেন। এটা কি ফার্স্ট জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:হ্যা। সেফ্রাড।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রাড। এটা ফার্স্ট জেনেরেশন? না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আমি বলবো এবার গ্রুপের ক্ষেত্রে আরকি। এগুলা হচ্ছে আপনার দোকানে সব আছে আরকি। মোটামুটি আমি পঁচিশটা পাইলাম। ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশন। এরমধ্যে আপনি নিজে যখন দিচ্ছেন রোগীদেরকে। কোনটাকে এর মধ্যে বেশী ইয়ে করেন? কোন গ্রুপটা. এগুলো তো ঔষধের নাম বললেন। গ্রুপের নাম বলেন এখন। যে গ্রুপ, এই গ্রুপটা বেশী দেন।

উত্তরদাতা:বেশী দিই বলতে রোগীর কন্ডিশন বুঝে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। মানে কোন ধরনের রোগী বেশী আসে এবং কখন আপনি দেন? এটা আমি দুইটাই লিখবো আরকি যে, ধরেন কোন গ্রুপটা দেন তাহলে এক নাম্বারে কোন গ্রুপ?

উত্তরদাতা:ধরেন ওরিসেফ। টাইফয়েডের ক্ষেত্রে, কাঁটাছেড়ার ক্ষেত্রে এগুলা দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কোন গ্রুপ? এটাতো

উত্তরদাতা:ওরিসেফ?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:সেফ্রোক্সিম গ্রুপ আরকি।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রোক্সিম গ্রুপের বেশী লিখেন। এটা হচ্ছে কাঁটাছেড়ার জন্য। না?

উত্তরদাতা:ধরেন কাঁটাছেড়া, টাইফয়েড তারপর এমনে যে ভাইরাস জনিত আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে এগুলা আরকি।

প্রশ্নর্কতা:টাইফয়েড। আর কি যেন বললেন? জ্বর?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর এটা হচ্ছে সেফ্রোক্সিম

উত্তরদাতা:এইগ্রুপের আরকি। সেফ্রোক্সিম গ্রুপ সব।

প্রশ্নর্কতা:এই গ্রুপ। এগুলো কত পর্যন্ত?

উত্তরদাতা:একই গ্রুপ সব।

প্রশ্নর্কতা:একই গ্রুপ?

উত্তরদাতা:একই গ্রুপ সব। গ্রুপ একই। কোম্পানি বিভিন্নটা বিভিন্ন।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন গ্রুপ?

উত্তরদাতা:এটা ঐ একই। সেফ্রোক্সিম।

প্রশ্নর্কতা:এটা?

উত্তরদাতা:সব এক গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:আপনি সব এক গ্রুপের ঔষধই

উত্তরদাতা:এক গ্রুপ মনে করেন একই গ্রুপ। আর জিম্যাক্স যে আছে, এটা মনে করেন অন্য গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে কি জিম্যাক্স দেন আপনি?

উত্তরদাতা:হ্যা। জিম্যাক্স

প্রশ্নর্কতা:জিম্যাক্স কোন গ্রুপ? এজিথ্রোমাইসিন, না?

উত্তরদাতা:আর ঐযে ইয়ে লিখছেন না, টোসেফ। ঐটা হলো সেফিক্সিম গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:টোসেফ

উত্তরদাতা:টোসেফ, ইমাসেফ

প্রশ্নর্কতা:কি গ্রুপ বললেন টোসেফটা?

উত্তরদাতা:ইয়ে লিখছেন?

প্রশ্নর্কতা:এজিথ্রোমাইসন।

উত্তরদাতা:এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপ হলো এইযে জিম্যাক্স লিখছেন না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। জিম্যাক্স

উত্তরদাতা:জিম্যাক্স তারপর আর কি লিখছেন?

প্রশ্নর্কতা:জিম্যাক্স, টোসেফ।

উত্তরদাতা:টোসেফ, এজোম্যাক্স এটা হলো আপনার এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:ঐ তিনটাই হলো এজিথ্রোমাইসন গ্রুপ? আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আর সেফিক্সিম গ্রুপ হলো এইযে এগুলা। ইমাসেফ তারপর ঐযে

প্রশ্নর্কতা:ইমাসেফ, এগুলা হচ্ছে সেফিক্সিম?

উত্তরদাতা:সেফিক্সিম।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে সেফোরোক্সিম। এটা হচ্ছে সেফিক্সিম।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা :সেফিক্সিম কিজন্য দেয়?

উত্তরদাতা:কোনটা লিখছেন?

প্রশ্নর্কতা:ইমাসেফ।

উত্তরদাতা:ইমাসেফ ব্যবহার করি সাধারনত আপনার ঐযে আপনাকে বললামই তো একটু আগে।

প্রশ্নর্কতা:কাটাঁছেড়া, টাইফয়েড জ্বর ঐ একই জন্য।

উত্তরদাতা:এগুলার মধ্যে ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্নর্কতা:এজিথ্রোমাইসিন কিজন্য দেন?

উত্তরদাতা:এজিথ্রোমাইসিন ধরেন যাদের আপনার ডায়রিয়ার ক্ষেত্র ব্যবহার করি এজিথ্রোমাইসিন। ডায়রিয়া, কলেরা। তারপরে আপনার যাদের শ্বাসকষ্ট এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা আর এটা তো একই।

উত্তরদাতা:হ্যা। একই।

প্রশ্নর্কতা:এরকম আর কোনটা আছে যে, যেটা হচ্ছে আলাদা?

উত্তরদাতা:গ্রুপ আলাদা

প্রশ্নর্কতা:সেফোরোক্সিম বলছেন, এজিথ্রোমাইসন বলছেন, সেফিক্সিম বলছেন। আর এখান থেকে কোনটা আলাদা গ্রুপ? ফাইমক্সিল। এইযে ফার্স্ট জেনেরেশন চারটা বলছেন

উত্তরদাতা:এমোক্সিসিলিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা এমোক্সিসিলিন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলাও দেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। এগুলা যে ঠান্ডা, কাশি এগুলার জন্য। সাধারন ঠান্ডা, কাশি যে আছে।

প্রশ্নর্কতা:ঠান্ডা, কাশির জন্য।

উত্তরদাতা:হ্যা। ঠান্ডা, কাশির জন্য। তারপর ঐযে আপনার আরো তো আছে তো। আরো গ্রুপ অনেক আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এগুলোর মধ্যে কোন গ্রুপটা আছে? গ্রুপ তো অনেক আছে।

উত্তরদাতা:গ্রুপের তো অন্তই নেই।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা তো ঔষধের নাম বলছেন। আর এখান থেকে গ্রুপ

উত্তরদাতা:ভেলুজেন লিখেন।

প্রশ্নর্কতা:ভেলুজেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। সেফ্রাডিন গ্রুপ। ভেলুজেন, সেফ্রাড। ঐটা সেফ্রাডিন। সেফ্রাডিন গ্রুপ আরকি।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রাডিন গ্রুপ। এটা কিজন্য দেয়?

উত্তরদাতা:কোনটা?

প্রশ্নর্কতা:ভেলুজেনটা?

উত্তরদাতা:ভেলুজেন সাধারনত আপনার নরমালিটি ইয়ের জন্যই দেওয়া হয়। সাধারনত মানে আমরা ইয়েগুলা করি। নরমাল ধরেন ডেন্টিষ্ট মানে দাঁতের কাজগুলা যে করা হয় বা এইযে ঘা হলো, এগুলার জন্য। ঐযে ফ্লুক্লক্সাসিলিন আছে না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:ঐটাও। ফ্লুক্লক্সাসিলিন মানে যেটা ফ্লুক্লক্স বলছিনা? ফ্লুক্লক্সাসিলিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ফ্লুক্লক্সাসিলিন, এটা কিজন্য দেন? ফ্লুক্লক্স

উত্তরদাতা:ঘা এর জন্য। ঘা শুকানোর জন্য।

প্রশ্নর্কতা:ঘা।

উত্তরদাতা:একটা মেডিসিন তো ধরেন অনেক কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:সেটার উপর বেসিস করে দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:এরকম আর কোন গ্রুপ আছে, এগুলার মধ্যে যেটা আমি মিস করছি বা ইয়ে, জিমরক্স

উত্তরদাতা:আপনি এইচ বা নাপা লিখতে পারেন। এটা তো প্যারাসিটেমল গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:না। এইচ বা নাপা আমি লিখবোনা। এইচ, নাপা ছাড়া এগুলোর মধ্যে

উত্তরদাতা:ঐটা কিন্তু এন্টিবায়োটিকই। হলোই তো।

প্রশ্নর্কতা:হলো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঠিক আছে। তাহলে ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

উত্তরদাতা:আপনাকেও ধন্যবাদ। সাথে থাকার জন্য, সময় দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে।

----------oooooooooooo----------